রঙমেলা

নাটক

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত ;—

প্রথম অভিনয় রাত্রী, শনিবার, ৭ই কার্ত্তিক, ১৩২১।
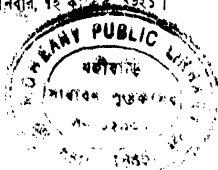
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি, এল

আট আনা

ভবানীপুর,
১৫ নং হরিশ চাটুয্যের ষ্ট্রীট হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

চরিত্র

পুরুষ

খালিফ ওমার	...	...	বোগদাদের অধীশ্বর
নাসিরুল্লা	...	...	ঐ প্রধান উজীর
ইরফান	...	...	ঐ ছোট উজীর
কাফুর	...	...	ইরফানের প্রধান সহচর
জাফর	...	...	ভিক্ষুক
মিস্‌কিণ	...	...	একজন ভিক্ষুক
সন্‌ফদ্ (আব্বাস)	...	...	বৃদ্ধ দস্যু-সর্দ্দার
ইমাম			
আবদুল্লা	...	...	মসজিদ-রক্ষক
মস্রু	...	...	ইরফানের খোজা-প্রহরী

নারী

রুমেলা	...	...	জাফরের কন্যা
কতেমা	...	...	ঐ ধাত্রী
গুলন্দার	...	...	ইরফানের স্ত্রী
মণিয়া	...	...	ঐ প্রধানা সহচরী

দরবেশগণ, অমাত্যগণ, প্রহরীগণ, অনুচরবৃন্দ, দূতগণ,
বাঁদীগণ, নর্ত্তকীগণ প্রভৃতি

হুতমেলা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য ।

মসজিদের সম্মুখ।

পথ ; মধ্যে মসজিদে উঠিবার সোপান-শ্রেণী। পশ্চাতে মসজিদ-চূড়ার ঈষৎ আভাস দেখা যাইতেছে। সোপান-পার্শ্বে একখণ্ড প্রস্তরের উপর পড়িয়া ছিন্ন-মলিন বেশে দেহ আবৃত করিয়া জাফর ঘুমাইতেছিল। কাল—উষা ; আকাশে কুয়াশা ঠেলিয়া ধীরে ধীরে আলো ফুটিয়া উঠিতেছে।

আবদুল্লা প্রবেশ করিল। হাতে তাহার এক গোছা চাবি ও একটা লণ্ঠন। লণ্ঠন ভূমে রাখিয়া সে মসজিদের দ্বার খুলিল। অদূরে একটা মোরগ ডাকিয়া উঠিল। জাফরের ঘুম ভাঙ্গিল ; হাই তুলিয়া সে উঠিয়া বসিল।

জাফর। ইয়া আল্লা রসুলাল্লা। সুবা হুয়া।

আবদুল্লা। খোদা ভালা রাখে।

জাফর। খোদাকা মেহেরবাণী আপকা'পর গিরে। সেলাম আলেকম্।

আবদুল্লা। আলেকম্ সেলাম। (মসজিদ-মধ্যে প্রবেশ)

ইমামের প্রবেশ

জাফর। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আল্লা-নাম-কি রোটী, মহম্মদ-নাম-কি পয়সা দেলায় দে, বাবা—খোদা তোমকো ভি দেগা।

ইমাম। (জাফরকে রুটি-প্রদান) খোদাকা দোয়া তোমকো ওয়াস্তে—লেও বাবা।

জাফর। আপ্‌কা মেহেরবাণী, জনাব!

ইমাম। তোমার এ দুঃখে আমার বুক-ভরা সহানুভূতি আর চোখ-ভরা জল ছাড়া আর কি আছে, জাফর?

জাফর। আশীর্ব্বাদ করুন, জনাব, আপনার দোয়ায়, খোদার মর্জ্জিতে আপনার ঐ চোখের জল মোহর হয়ে আমার হাতে পড়ুক।

ইমাম। আল্লার মর্জ্জিতে কি না হয়! তাঁর কলমের মুখে যা বেরিয়েছে, তার ত নড়চড় হবে না।

(ইমাম মসজিদাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল)

তিন-চারিজন লোকের প্রবেশ

জাফর। ভুখাকো খানে দেও, বাবা—আপ্‌না দিনকিন্ লেও।

১। • (জাফরকে পয়সা প্রদান করিল)

জাফর। খোদা তোম্‌কো ভালা করে গা—(১ম লোকের ভিতরে গমন) এ বুঢ়া মিঞা, গরিবকে কুছ্ খানে দেও, বাবা—

২। সকাল বেলা বেটা জ্বালাতন করলে। মণ্ডা ডাকাতের মত চেহারা—খেটে খেতে পারিস না ? ভিক্ষে করতে লজ্জা হয় না ?

জাফর। (অনুচ্চ স্বরে) কুত্তাকি কুত্তা—জাহান্নম্ যাও।

(২য় লোকের মসজিদ-মধ্যে গমন)

(অন্ধের ভাণ করিয়া) চোখে ভাল দেখতে পাইনে, বাবা। এ কাণাকে একটি পয়সা দিলে তা জলে পড়বে না। (৩য় লোক পয়সা দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল) একটি পয়সা দিলে একটি মোহর পাবে, বাবা। । (৪র্থ লোককে) বড় মিঞা, তুমি কিছু দাও, বাবা।

৪। যা, যা, কাল হবে।

জাফর। রোজই ত বল, বাবা, কাল হবে। আজ আর ছাড়চি নে।

৪। (ধাক্কা দিয়া) যা, যা, দিক্ করিস্‌নে। ভালো আপদ ! সকালবেলা যাচ্ছি নমাজ করতে, না, সামনেই বেটা অযাত্রা, কাণা !

(প্রস্থান)

মিস্‌কিণের প্রবেশ

জাফর। আ মলো ! এ বেটা আবার কে ? তুই এখানে কি করতে ?

মিস্‌কিণ। দেখতেই পাচ্ছ, জুড়িদার!

জাফর। জুড়িদার! তুই,—তুই! কি বলছিস্‌, জানিস?

মিস্‌কিণ। জানি বৈ কি! আমি ত কাণে খাটো নই!

জাফর। বেতমিজ্‌, আমার জুড়িদার! তুই এখানে নতুন এসেছিস্‌?

মিস্‌কিণ। ঠিক ধরেছ! অনেক দূর থেকে আমি আসছি। আমার নাম মিস্‌কিণ। তুই কে?

জাফর। আমি! আমি! হাঃ হাঃ হাঃ! আমায় জানিস্‌ না? আমি জাফর, ভিখিরী জাফর! এ তল্লাটে এমন কেউ নেই যে আমায় জানে না, আমায় চেনে না! পঞ্চাশ বছরের জল-ঝড়-রোদ্দ্‌র মাথায় করে এই পাথরে বসে আমি দিন কাটাচ্ছি।

মিস্‌কিণ। পঞ্চাশ বছর?

জাফর। হাঁ, পঞ্চাশ বছর। আমার আগে আমার বাপ বসেছে—এর চেয়েও ছেঁড়া নেকড়া গায়ে জড়িয়ে; তার আগে আমার ঠাকুর্দ্দা—এই রকম বংশের পর বংশ এখানে বসে রাজত্ব করে চলে গিয়েছে! এখন আমিই এর মালিক। এ আমার বাদশাহী তখ্‌ত। এ আর কারো নয়, আমার নিজের, হকের। এর আগে তুই ছাড়া আর কেউ এখানে বসতে সাহস করে নি।

মিস্‌কিণ। তা হলে তোমার বাদশাহীতে আজ থেকে খতম্‌। এ তখ্‌ত আমি এই দখল করলুম।

জাফর। যা, যা, গোল করিস নে। কথা বাড়াস নে। যদি ইচ্ছে হয় ত ঐ কোণে গিয়ে বোস্, যা—বহুৎ বদমায়েস ওখানে বসে বহুৎ দাগাবাজী ফেরেব্-বাজী করে গিয়েছে। একদিন—সে অনেক দিনের কথা—আমার এক দুশমণ ঐখানে বসে ভিক্ষে করত। যা, তার জায়গা দখল করে বোস্।

মিস্‌কিণ। এখান থেকে এক পা'ও নড়ছি-না, দাদা।

জাফর। কি বললি? এক পা'ও নড়বি না? পাজীর পা-ঝাড়া, জোচ্চোর, ছোট লোক ভিখিরী, এক পা'ও নড়বি না? আজ তোর এক দিন কি আমারই এক দিন! ইয়া আল্লা!

(মিস্‌কিণের ঘাড় ধরিয়া কোণে ঠেলিয়া লইয়া গেল)

মিস্‌কিণ। আহা, যেতে দাও, দাদা, যেতে দাও। ছাড়, ছাড়। কে আছ, রক্ষে কর। ছেড়ে দাও, ভাই, ছেড়ে দাও।

জাফর। ছেড়ে দেবো? দাঁড়া, আগে মুখের মত দি। (প্রহার) কেমন, বুঝতে পাচ্ছিস? এক, দুই, তিন (তিন লাথি মারিল)—কেমন, আর চাই?

মিস্‌কিণ। খুন করলে! খুন করলে! ওরে বাবা, আমি তোর বাদশাহী তখ্‌ত চাইনে—ছেড়ে দে বাবা, ছেড়ে দে। তুই মোর ধরম-বাপ, ছেলে বলে দয়া কর্।

আবদুল্লার প্রবেশ

আবদুল্লা। কি, কি, ব্যাপার কি?

জাফর। আর ব্যাপার কি! ব্যাপার যা, তা হয়ে গেল।

মিস্‌কিণ। আমি তোর জায়গায় বসতে চাইনে, বাবা—এই কাণ মলছি, বাবা (কর্ণমর্দ্দন)

জাফর। এই আক্কেলটা আগে হলেই ত আর মার খেয়ে মরতিস্‌ না, উল্লুক।

সপারিষদ সেখ সন্‌ফদের প্রবেশ

আল্লা-নাম-কি রোটী, মহম্মদ-নাম-কি পয়সা, দেও বাবা।

সন্‌ফদ। কে, জাফর, না?

জাফর। হাঁ, জাফর, হুজুরের তাঁবেদার। হুজুর আমায় চেনেন, দেখচি। হুজুর মালিক!

সন্‌ফদ। হাঃ হাঃ হাঃ (উচ্চ হাস্য) চিনি, চিনি। আচ্ছা, মিলবে, মিলবে। হাঃ হাঃ হাঃ (আবদুল্লা সপারিষদ সন্‌ফদকে মসজিদের ভিতরে লইয়া গেল।)

মিস্‌কিণ। এ অন্ধ নাচারকে ভুলো না, বাবা।

জাফর। আবার ঝামেলা করছিস্‌? দেখবি, বেটা?

মিস্‌কিণ। না, বাবা, আর দেখিয়ো না। যা দেখিয়েছ, তাই ভুলতেই হপ্তাকে-হপ্তা কেটে যাবে। উঃ, শালা ভিখিরীর গায়ে এত জোর— হাড়গুলো একেবারে ভেঙ্গে দিয়েছে!

আবদুল্লার পুনঃ-প্রবেশ

আবদুল্লা। জাফর, এক কাজ করতে পারবি? দেখ্‌,—পারিস যদি ত তোকে আর ভিক্ষে করে খেতে হবে না।

জাফর। কি কাজ ?

আবদুল্লা। কাজ সোজা। তুই পারবি। কিন্তু দেখ্, যা পাবি, তার অর্দ্ধেক তোর, অর্দ্ধেক আমার।

জাফর। ভিক্ষে ছাড়া কখনও ত আর কিছু করিনি। কি কাজ ?

আবদুল্লা। আরে, ভিক্ষের চেয়েও সোজা। তোকে গণৎকার সাজতে হবে।

জাফর। বুঝতে পাচ্ছিনে।

আবদুল্লা। সে তোকে বুঝিয়ে দিচ্চি। আগে বখরার রাজী হ'—যা পাবি, অর্দ্ধেক আমায় দিবি, বল্।

জাফর। আচ্ছা, রাজী। কি করতে হবে, বল।

আবদুল্লা। শোন্। এই যে বুঢ়্টা গেল, এ কে জানিস্ ?

জাফর। না। ওকে এখানে কখনও দেখিনি ত। কিন্তু ও আমায় চেনে, দেখলুম।

আবদুল্লা। বটে! তবে ত তোফা! শোন্, এর নাম সেখ সন্‌কদ—এ এক সময় ডাকাতের সর্দ্দার ছিল।

জাফর। ডাকাত!

আবদুল্লা। হাঁরে, ডাকাত। যে সে ডাকাত নয়—এখন যিনি আমাদের খালিফ, তাঁর জেঠা তখন খালিফ ছিলেন,—তিনি অনেকবার ফৌজ নিয়ে এর ছাঁউনির উপর গিয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু কখনও ওকে জব্দ করতে পারেন নি।

জাফর। এত বড় কস্‌রত-দার ?

আবহুল্লা। এত বড় কস্‌রত-দার। শেষ একবার্‌ ও কেমন বে-টক্করে পড়ে হেরে যায়, হেরে ছাউনি,ছেড়ে পালায়। ছাউনিতে ওর এক ছেলে ছিল—ছেলেটার বয়স তখন আট-দশ বছর—তাকে নিয়ে পালাতে পারেনি—খালিফ ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে আসেন।

জাফর। নিয়ে এসে কোতল করেন?

আবহুল্লা। না। কোতল করেন নি। কিন্তু কোথায় যে তাকে রেখেছেন, তা কেউ জানে না। ছেলেটা যদি বেঁচে থাকে ত এখন তার বয়স বছর ত্রিশেক হবে। যতদিন খালিফ বেঁচে ছিলেন, ততদিন সেখ সন্‌ফদ বোগদাদের ধারেও ঘেঁসতে পারেনি। তিনি মারা গেছেন শুনে ও ওর সেই হারানো ছেলেকে খুঁজতে এখানে আসা-যাওয়া করছে।

জাফর। ডাকাতি?

আবহুল্লা। ছেড়ে দেছে। ডাকাতির আর দরকার কি? দেদার টাকার মালিক ও, এখন। একটা বাদ্‌শাহী কিনতে পারে, এত টাকা! তা ছাড়া, বয়স হয়েছে—মাটী নেবার দিন এগিয়ে আসছে, তাই এখন মসজিদে-মসজিদে নমাজ করে ফেরে, আর খোঁজ নেয় ছেলেকে যদি পায়! গরিব-হুঃখীকে মুঠো মুঠো টাকা দেয়, যদি খোদার দোয়া মেলে! যদি কেউ ভরসা দেয়, ছেলে পাবে, ত, তাকে মুঠো-মুঠো মোহর দেয়!

জাফর। বুঝেছি। তা, আমায় করতে হবে কি? সেই ছেলেকে খুঁজে বের করতে হবে?

আব্দুল্লা। দূর, অত কেন? ছেলে পাবে বলে তুই শুধু ভরসা দিস্—দেখিস্, কি পাস্! কিন্তু বখরা বলেছি—আধা-আধি।

জাফর। কিচ্ছু ভাবনা নেই। যা করবার, ঠিক করবো।

আবদুল্লা। দেখিস্, যেন ঘেবড়ে যাস্‌নে। খুব হুঁসিয়ার হয়ে কথা বলবি। এমন করে বলবি, যাতে বাপের প্রাণ কেঁদে ওঠে, বাপের বুক-ছেঁড়া রক্ত চোখ দিয়ে উথলে পড়ে! বাপের প্রাণ—হারাণো ছেলের বাপ—শোকে-পাগল বাপ! বুঝে কথা কোস্। যেখানে ব্যথা, সেইখানটা উস্কে দিতে হবে! যদি পারিস্ ত বরাত ফিরে যাবে!

জাফর। যদি পারি! যদি! যদি, কেন? আমি কি ছেলের বাপ ছিলুম না? সে কি আমায় বাপ বলে ডাকে নি? কত দিন—সে আজ কত দিন হয়ে গেল—আমার ছোট্ট টুক্‌টুকে ছেলে—আমার এই বুকের উপর, আমার ভাঙ্গা কুঁড়েয় চাঁদের রোশ্‌নি—ওঃ. তাকে খুন করলে, তার টুঁটি কেটে তাকে মেরে ফেললে—কশাই যেমন করে কুকুর-ছানা কাটে, বেরাল-ছানা কাটে—তেমনি করে। আর আমার স্ত্রী—ভিখিরীর সর্ব্বস্ব—দুশমণে তাকে চুরি করে নিয়ে গেল। চুরি করে! ঐ-ঐ-ঐ কুত্তা আজ যেখানে বসে আছে, আমার সে দুশমণও ঐখানে বসত। শয়তান! শয়তান! যার জন্য আমি নির্ব্বংশ! আজও ঐ পাথরখানার দিকে চাইলে প্রতিহিংসা নেবার জন্য প্রাণ আমার মেতে ওঠে!

আবদুল্লা। তা—তা হলে ছেলের মায়ায় তুইও জলেছিস?

জাফর। জলিনি! মিঞা—কি বলব! কি শুনবে? এখনও আমার এক মেয়ে আছে—আমার দ্বিতীয় স্ত্রীর! সে স্ত্রীও মেয়েটিকে আমার কোলে দিয়ে চলে গেল। চোদ্দ বছর—চোদ্দ বছর আমি তাকে বুকে রেখে মানুষ করেছি। আমার জান! আমার কলিজের কলিজে সে! আমার বেহেস্তের হুরী! তার মুখ চেয়ে আমি ভিক্ষে করি—তারই মুখ চেয়ে আমি সব জ্বালা ভুলে আছি। কিন্তু সে মেয়ে—ছেলে নয়, মিঞা, দুদিন পরে আর একজনের ঘর আলো করবে। আমার কবরে মাটি দেবার জন্য কেউ রইল না! আমার নাম রাখতে, আমার বাপ-দাদার নাম রাখতে কেউ রইল না! আবদুল্লা মিঞা, এ যেন আমি নদীর ধারে একটা খেজুর গাছ—ফল হয়, কিন্তু ভোগে আসে না—সব জলে ঝরে পড়ে।

(প্রস্থান)

আবদুল্লা। যাই, বুঝি নমাজ শেষ হয়েছে।

জাফর। (পূর্ব্ববৎ পাথরে বসিয়া) আল্লা-নাম-কি রোটী, মহম্মদ-নাম-কি পয়সা, দেলায় দেও বাবা।

সপারিষদ সেখ সন্‌ফদের পুনঃ-প্রবেশ

মিস্‌কিণ। অন্ধ নাচারকে একটি পয়সা, বাবা।

জাফর। আবার! চুপ কর্—কুত্তাকি কুত্তা। (সন্‌ফদকে সেলামান্তে) হুজুর মালেক, গোলামের সেলাম নিন। প্রথমে আপনাকে চিনতে পারিনি,—গোলাম আপনার খেয়েই মানুষ।

সন্‌ফদ। সত্যই কি তুই আমায় চিনতে পেরেছিস, জাফর ?

জাফর। আপনাকে চিনেছি,—আপনার মনের ভিতরটাও, হুজুর, জলের মত সাফ্ দেখতে পাচ্ছি। অনেক দূর থেকে আপনি এসেছেন, আপনার খোয়া জান খুঁজতে—আপনার খোয়া জান—আপনার হারাণো ছেলে !

সন্‌ফদ। ঠিক বলেছিস্, জাফর, ঠিক বলেছিস। আর কি তাকে পাব ?

জাফর। পাবেন কি, হুজুর ? পেয়েছেন। আজই তাকে আপনি পাবেন।

সন্‌ফদ। জাফর, দুশমণের অভিশাপ, আমার আর খোদার মাঝে পাহাড়ের আড়াল তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে,—তবুও তাকে আমি পাব ?

জাফর। তবু পাবেন, হুজুর। আপনার উঁচু মনের জোরে সে মন্যি ভেঙ্গে পড়ে যাবে।

সন্‌ফদ। এ কি সম্ভব, জাফর ? তুই যা বলছিস, তা কি হবে ?

জাফর। আল্লার দোহাই, হুজুর, হবেই।

সন্‌ফদ। তুই অশীর্ব্বাদ করছিস ?

জাফর। খোদার আশীর্ব্বাদে আপনার কামনা পূরবে- আমি প্রাণ খুলে বলছি।

সন্‌ফদ। হাঃ হাঃ হাঃ (উচ্চ হাস্য) জাফর, বুঝতে পাচ্ছিস, কাকে তুই কি বললি ? এই ত্থাখ্ (মুখ হইতে রুমাল

খুলিয়া) চিনতে পাচ্ছিস, আমি কে? বুঝতে পাচ্ছিস, তোর কোন্ দুশ্‌মণকে তুই আজ প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করলি? মনে আছে,—সে আজ অনেক দিনের কথা—ঐ কোণে বসে এক ভিখিরী,—ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরা,—তোর চেয়েও শুক্নো মুখ,—এক ভিখিরী ঐ কোণে বসে ভিক্ষে করত—আব্বাস—

জাফর। আব্বাস!

সন্‌ফদ। হাঁ, আমিই সে আব্বাস। যে তোর জরু মুন্নাকে চুরি করেছিল, আর তোর ছেলের টুঁটি কেটে এক রাত্রে সহর থেকে পালিয়ে গেছল—

জাফর। আব্বাস! ভিখিরী আব্বাস! তুই সেই শয়তান?

সন্‌ফদ। আর আব্বাস নই, আর ভিখিরী নই! কি? চম্‌কাচ্ছিস যে! কি দেখছিস? একটু বেশী ভেঙ্গে পড়েছি—একটু বেশী বুড়ো হয়েছি? তা এ কাজের নিয়মই এই—সারা জীবনটা যে ঝড় তুলে, যে ঝড় বুকে বয়ে বেড়িয়েছি, তাতে একটু-বেশী বুড়ো হতে হয়!

জাফর। আব্বাস!

সন্‌ফদ। কেন,—এখনও সন্দেহ হচ্ছে? তবে শোন্—তোর মুন্নাকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে আমি পালাই। ঝাঁ-ঝাঁ রাত্রি, অন্ধকার—কোলের মানুষ দেখা যায় না! অবিশ্রাম ঘোড়া ছুটিয়ে চলে' ধূ-ধূ-করছে-বালি এক মরুভূমিতে এসে হাজির হলুম। এক দল ডাকাতের হাতে পড়লুম নসীবের জোর!

তারা মারিলে না—দলে নিলে। ক্রমে তাদের সর্দ্দার হলুম। পঁচিশ বছর সর্দ্দারি করেছি। পঁচিশ বছর খালিফ তার ফৌজ নিয়ে আমাকে ধরবার চেষ্টা করেছে, খালিফের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি—হাঁ, যুদ্ধ। খালিফের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যুদ্ধ করেছি—তার ফৌজ কেটে টুকরো-টুকরো করেছি, লড়াই ফতে করেছি। শেষে একবার কেমন বে-টক্কর হয়ে গেল—মুন্না ঝরণাতলায় পা হড়কে পড়ে প্রাণ দিলে, আর খালিফ এসে আমাদের বাচ্ছাটিকে চোরের মত ছোঁ মেরে নিয়ে গেল।

জাফর। হারাম কি হারাম! হারাম কি বাচ্ছা—এখনও তুই আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছিস? তোর মাথায় খোদা বাজ ফেলছে না? খোদা—খোদা!

সন্‌ফদ। আর কেন খোদাকে ডাকিস্, জাফর! এই একটু আগে প্রাণ খুলে তুই আমায় আশীর্ব্বাদ করেছিস—

জাফর। না, না, সে তোকে নয়! আমি যাকে আশীর্ব্বাদ করেছি, তাকে আমি চিনতুম না, জানতুম না।

সন্‌ফদ। হাঁ, হাঁ, আমাকেই তুই আশীর্ব্বাদ করেছিস—আমাকে—। তোর মন্যি কেটে গেছে, জাফর। সে পাহাড়ের আড়াল নিজের হাতে তুই হঠিয়ে দিছিস—আর ভয় কি! ছেলেকে আমি আবার ফিরে পাব—

জাফর। শয়তান—(আক্রমণোদ্যত; ভৃত্যগণ ছাড়াইয়া জাফরকে হঠাইয়া দিল) আঃ—!

সন্‌ফদ। কমবক্ত, আগেই [illegible] কে! খালিফের
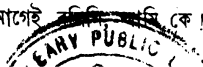
প্রতিদ্বন্দ্বী আমি! যা, খোদার দোয়ায় তুই সুখী হ, জাফর।

জাফর। আর তুই খোদার নিশ্বাসে জ্বলে মর্, পুড়ে মর্।

সনফদ। মিছে এ মন্ত্রি, জাফর! তোর এ মন্ত্রি খোদার কাছে পৌঁছুবার আগে তোর আশীর্ব্বাদ সেখানে পৌঁচেছে। এই নে, তোর সে আশীর্ব্বাদের দাম—(মোহরের থলি প্রদান) যা, চলে যা—

(সপারিষদ সনফদের প্রস্থান)

জাফর। তোর মোহর ফিরিয়ে নে—ফিরিয়ে নে। ও মোহর নয়, মোহর নয়—রক্ত, রক্ত—আমার ছেলের রক্ত! আমার হাতে দিতে এসেছিস! নে যা, শয়তান,—তোর মোহর নে যা! আমি ও নেব না—নেব না—নেব না—

(নৈপথ্যে সনফদ উচ্চ হাস্য করিল।)

জাফর। হাসছিস্? হাসছিস্? হাস্, হাস্, হাস্তে হাস্তে দম বন্ধ হয়ে মরে যা। আমি দেখতে পাচ্ছি, দিন তোর ঘনিয়ে এসেছে। তোকে আমি পেয়েছি। তুইও বেঁচে আছিস, আমিও বেঁচে আছি। (মিস্কিণের নিকটে আসিয়া) শুনতে পাচ্ছিস্— শুনতে পাচ্ছিস্? আমি তাকে পেয়েছি,—পেয়েছি। সে বোগদাদে ফিরে এসেছে! দুশমণ, কশাই, শয়তান! তুই যেখানে বসে আছিস, ঠিক এইখানে সে বসতো। এই সহর তন্ন তন্ন করে খুঁজে তাকে আমি বার করবো। এমনি করে

তার গলা টিপে ধরবো। (মিস্‌কিণের গলা টিপিয়া ধরিল;) কুত্তা কি কুত্তা—এই এমনি করে (মিস্‌কিণের আর্ত্তনাদ) এই দুই বুড়ো আঙুলের টিপে——

মিস্‌কিণ। ছাড়ো, ছাড়ো—মরে গেলুম, মরে গেলুম!

জাফর। যদি হাজার পাহারা তার কাছে থাকে, খোলা তলোয়ার, হাজার পাহারা—আমি একা, খালি হাত— (মিস্‌কিণকে চাপিতে লাগিল) তবুও—

মিস্‌কিণ। ওরে বাবারে, গেলুম রে—

জাফর। যেমন করে হোক্, তাকে আমি বার করবই! যত টাকা লাগে—ইয়া (মিস্‌কিণকে ছাড়িয়া দিয়া) ইয়া, এই তারই টাকা দিয়ে আমি তাকে কিনবো! তারই টাকা—এতে রক্তের গন্ধ—হোক্ গন্ধ! (মোহরের থলি তুলিয়া বাজাইতে বাজাইতে) এই যে ঝন্-ঝন্-ঝন্—কি বলছে? বলছে, শোধ নে, শোধ—কড়ায় গণ্ডায় শোধ!

মিস্‌কিণ। শোনো, ভাই, শোনো—

জাফর। (মোহরের থলি বস্ত্র মধ্যে লুকাইয়া) আল্লা-নাম-কি রোটী মহম্মদ-নাম-কি পয়সা দেলায় দে বাবা—

আবদুল্লার পুনঃ-প্রবেশ

আবদুল্লা। আমি একটু আড়ালে ছিলুম—তোকে টাকা দিয়েছে, দেখেছি। থলি কোথায়? আমার অৰ্দ্ধেক, মনে আছে ত?

জাফর। থলি!

আবদুল্লা। হ্যাঁ, থলি। তোকে ফেলে দিয়ে চলে গেল।

জাফর। আমি ত কিছুই দেখিনি।

আবদুল্লা। দেখিস নি, কি রকম? ঠাট্টা পেয়েছিস! বার কর্, কোথায় রেখেছিস। আমার বখরা আমায় দে—

জাফর। বখরা! থলি! আমি ত এইখানে বসে আছি—ভিক্ষে করে যা দু-একটা পয়সা পেয়েছি, তাই গুণছি, তার বখরা চাস না কি? বদমায়েস, চোর!

আবদুল্লা। আমি বদমায়েস! আমি চোর! (মিস্‌কিণের নিকটে গিয়া) আচ্ছা, তুই বল্ ত—দেখেছিস কি না! তোকেই সাক্ষী মান্‌চি—একটা থলি!

মিস্‌কিণ। ও ত তা ছোঁয়নি—ও ত তার উপর থুতু ফেলে চলে এল।

আবদুল্লা। তবে তুই নিয়েছিস। বেটা জোচ্চোর—ঠিক ধরেছি—বার কর্ বেটা—

মিস্‌কিণ। বাবা, আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম! সকালবেলা হাড়ভাঙ্গা মার খেলুম—আবার এখন জোচ্চোর বনে গেলুম!

আবদুল্লা। দে, দে, দেরী করিস্‌নে—বার কর্।

মিস্‌কিণ। গায়ের এই ন্যাকড়াগুলো খুলে দেখ, বাবা—যদি খুঁজে পাও।

জাফর। হাঁ, হাঁ, কাপড়া উতার লেও, কাপড়া উতার লেও।

আবদুল্লা। (জাফরকে ধরিয়া) পাজী বেটা, তবে এ তোরই কাজ। তুইই লুকিয়ে রেখেছিস।

জাফর। তাই যদি তোমার মনে হয় ত আমার এই ন্যাকড়া ক'খানা ঝাড়া দিয়ে দেখ—দু'জনেরই নয় দেখ। দেখে খুসী হয়ে সরে পড়।

(নেপথ্যে—আবদুল্লা।)

ঐ তোমার মনিব ডাকছে।

আবদুল্লা। আচ্ছা, আমি আসছি—দেখে নিচ্ছি, তুই কত বড় ধড়ীবাজ!

(প্রস্থান)

জাফর। জিতা রহো বাবা, জিতা রহো। হাঃ হাঃ হাঃ—

মিস্‌কিণ। ওকে ত ভাগালে, এখন আমার কি? সকাল-বেলাটা শুধু কি মার-ধোর খেয়েই যাব? আমায় কিছু দাও।

জাফর। (ব্যঙ্গ-স্বরে) আমায় কিছু দাও! (উঠিয়া) বেহেস্ত্ থেকেই হোক্ আর জাহান্নম থেকেই হোক্—এ মোহর আমার কাছে এসেছে—এ আমার! আর কারও নয়। নসীবের কেতাব এতদিন বন্ধ ছিল; আজ আমার চোখের সামনে তার পাতাগুলো খুলে গিয়েছে। আমি দেখতে পাচ্ছি—তাতে কত কি লেখা রয়েছে—এক একটা অক্ষর যেন আগুন জ্বলছে।

মিস্‌কিণ। আগুন কোথা? ও ত মোহরের থলি।

জাফর শোন্ গিদ্ধড়, রাজা হোক—ভিখিরী হোক্—সকলেরই দিন আসে,—আজ আমারও দিন এসেছে।

মিস্‌কিণ। বরাত দাদা, বরাত! এখন কি করবে?

জাফর। কি করব? আর ভিখিরী নয়! মেঘ কেটে গেছে—আলো ফুটেছে। আর আমি ভিখিরী নই—এক বাল্‌তি জলে আমি ভিখিরীর এ ময়লা ধুয়ে ফেলবো। এ ছেঁড়া নেকড়ার বদলে ওমরাহের পোষাক পরব। এ মাথা আর নীচু হবে না, এ বুক আর ভেঙ্গে পড়বে না—এমনি করে চলবো। কপালের কালো দাগ সব মিলিয়ে যাবে, দুঃখের বোঝা কাঁধ থেকে সরে পড়বে—ভিক্ষে চাইতে এতদিন যে হাত কাঁপতো, আর তা কাঁপবে না। এমনি রাজার মত চলবো, ফিরবো—। (মলিন বেশ-ভূষা দূরে ফেলিয়া উন্মত্তবৎ পরিক্রমণ)

ইমামের প্রবেশ

ইমাম। জাফর, জাফর! এ কি—ক্ষেপে গেলি না কি! এ কি করছিস?

জাফর। ভিখিরীর নোঙরা খোলোষটা গা থেকে টেনে ফেলে দিচ্ছি।

ইমাম। তুই—!

জাফর। এতদিন চলবার পথ বন্ধ ছিল—আজ আল্লা তার কটক খুলে দিয়েছেন। (থলি বাজাইয়া) এই সোনার চাবি দিয়ে খুলে দিয়েছেন—

ইমাম। তোর এ নতুন মূর্ত্তি দেখে আমার ভয় হচ্ছে, বাবা—

জাফর। শোধ! শোধ! কড়ায়-গণ্ডায় শোধ নিতে হবে!

রক্তের বদলে রক্ত! আজ আমার রাস্তা চিনে নিয়েছি, হুজুর। হাঁ, তবে যাবার আগে একটা কাজ বাকী আছে। আমার দুঃখ দেখে তোমার চোখে বরাবরই জল ঝরেছে—গরিব জাফরকে তুমি এক দিনও ভোলনি। (থলি হইতে মোহর বাহির করিয়া লইয়া) জনাব, তুমি আমার বাপ – আমার মত তোমার গরিব ছেলে অনেক আছে—এ থেকে তাদের কিছু দিও।

ইমাম। খোদা তোর ভাল করুন, জাফর—সমস্ত বিপদ থেকে তোকে তিনি রক্ষা করুন! (প্রস্থান)

মিস্‌কিণ। আমায়—আমায় কিছু দেবে না, বাবা? (হাঁটু গাড়িয়া বসিল)

জাফর। তোকে? (হাত ধরিয়া উঠাইয়া) এই পাথর আমি তোকে দিয়ে গেলুম—আমার তখ্‌ত—এই পাথর আজ থেকে তোর। আর এই নে পোষাক—এ তখ্‌তের বাদশার যোগ্য পোষাক। (ছিন্ন পরিচ্ছদ অঙ্গ হইতে খুলিয়া মিস্‌কিণকে দিল) এতদিন এ তখ্‌ত আমার ছিল, আজ থেকে তোর। আমার দিন এসেছে—দিন এসেছে। খোদার মর্জ্জিতে আমার দুশ্‌মণকে এই মুঠোর মধ্যে আমি পূরতে চললুম।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

দরবেশগণের প্রবেশ

দরবেশগণ। গীত

আল্লা-নাম লহো, ছুট্ যায় দুশ্‌মণ।
পায় পায় দিন যায়, দৌলতে মজে মন।
দুনিয়াকা দুনিয়াদারী, কয়-রোজকা? বলিহারি!
রূপ-ধন-জন, আওরাত্-যৌবন রাতকা স্বপন।
সমঝ্ লে, হুঁসিয়ার—মওত্ নজদীক্ ইয়ার,—
সাচ্চা বাত শুন্‌লে, লে আল্লাকা শরণ!

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

বাজার।

[সরু পথ—দুইধারে বিপণী-শ্রেণী সজ্জিত। চীন, মগ, আরব, তুর্কি প্রভৃতি বিভিন্ন দেশীয় পণ্য-বিক্রেতা ও বিক্রেত্রীগণ আসীন। সকলের গীত। গীতের প্রথম ছত্রটি সকলে মিলিয়া গাহিবে; পরে

অপর ছত্রগুলি যে পণ্য যে বিক্রয় করিতে আসিয়াছে, সেইটি মাত্র সে গাহিবে। গাহিবার সময় সকলে আপন-আপন পণ্য দেখাইবে। ইরাণ-বাঁদীর উল্লেখ-কালে অল্প-বয়স্কা কয়েকটি বাঁদী অল্প নৃত্য-কৌশল প্রদর্শন করিবে।]

সকলে। গীত

বহুত্ উমদা চীজ্—আরে, বহুত্ উমেদার।
তুর্ক-মুলুক্কা ওঢ়নী—কেয়া সাচ্চা চুমকিদার।
পারস্‌কা ইয়ে শাড়ী, দেখো ক্যায়সি হরেক রঙ।
জার্ম্মানকা জাকিট ইয়া, তোফা আজব ঢঙ!
মিশরসে সুরমা লেয়ায়া। গোলকুণ্ডাকা হার।
জাপানী রুমাল মেরা। চীনমুলুককা চা—।
সিলোন্-পার্ল। মগ্‌কা বাকস্। আরবকা মৌয়া।
সিরাজসে সরাপ লে'আয়া, বহুত্ মিঠাদার।
বোগদাদকা ইয়া মিঠা খিলি, আতরদার মজগুল।
গুলাব, হেনা, চামেলি। চিড়িয়া হ্যায় বুলবুল।
বাদাম পেস্তা—'খরোট, পয়দা কাবুল-কান্দাহার।
ইরাণকা বাঁদী ইয়ে সব ক্যায়সি খুবসুরৎ,—
নাচ্‌না, গাহ্‌না, উমদা চল্‌না, বেহেস্তকা আওরাত্!
তাতারি টাট্টু——আচ্ছি হ্যায় রপ্তার!

(সকলের প্রস্থান)

সম্মুখস্থ দুই দোকানে জব্বর্ ও ফকরুর প্রবেশ

ফকরু। আর দাদা, সুবিধে বড় দেখছি না। হররোজ সব সব চাল বিগড়ে যাচ্ছে—এতে কি পোষায়!

জব্বর্। যা বলেছ—ছেলে বুড়ো, সকলেরই ঐ এক হাল।

ফকরু। আরে, এই দেখ না,—ঐ বদরুদ্দিন সাহেব সেদিন এসে ফরমাস দিয়ে গেল—সবুজ রঙের জোব্বা, গোলাপী ফতুয়া, ফুলদার পায়জামা, আর কালো দুম্বোর ছালের ফেজ। সব তৈরি করে ফেললুম। আর এই দর্জ্জী শালাদের ঝাঁজই বা কি! পুরো দাম লিবে, কাপড়ের ছাঁট-কাট লিবে—একটা বাত্ বললে একেবারে রোশনির মত জ্বলে উঠবে। তা মরুক গে—লিকৃগে—মিঞা-সাহেবদের কাছ থেকে সব পুষিয়ে লি—তা, হ্যাঁ, বলছিলুম কি—?

জব্বর্। বদরুদ্দিন সাহেবের কথা—

ফকরু। হাঁ,—তা হল কি! সাহেবের আর তার পর দেখা নেই। মাল মজুত। তার পর বিশ রোজ বাদ সাহেব এসে হাজির—মাথা চুলকে বললে, ও পোষাকে হবে না। মিঞা সাহেবের কে দোস্ত্ বলকানদের দেশ থেকে এসেছে, তার পোষাকের মাফিক্ পোষাক করে দিতে হবে। ও পোষাকে কাম চলবে না—ব্যস্।

জব্বর্। তুই ত আচ্ছা বেকুব—মজুরি আদায় করে নিলি না কেন?

ফকরু। হুঁঃ, মজুরী আদায়! বলে, বায়নার দরুণ কিছু চাইলে চটে যায়। শেষে কি খদ্দের ভাগবে!

জব্বর। ঠিক। আরে ভাই, ব্যবসাদারের দিন-কাল ভালো যাচ্ছে না। লেখা-পড়ার কদর ভারী বেড়ে গেছে—সাদা-সিধে সোজা-সুজি পোষাকেরই আদর চলেছে—খালি কেতাব কিনে সব পয়সা উড়োচ্ছে—ছেঁড়া কাগজের দাম চড়ে গেছে। পোষাক পরে আমীরি করার দিন চলে গেছে, দাদা—

ফকরু। নয়া বাদশা যেমন হয়েছে! খালি লিখাপড়া কেতাব কাগজ নিয়েই আছে। কোন সময়েই ফুর্তি নেই। নাচনা-গাহনার রেওয়াজ বন্ধ! হারেম ত একেবারে খালি! বেগম নেই—

জব্বর। আরে, হারেম খুঁজলে একটা মাদী পিপড়ারও পাত্তা মিলবে না—

ফকরু। ছোঃ, ছোঃ—এ কি বাদশা-গিরি! হুঁঃ—সাতটা দিনের জন্য খোদা আমাকে যদি বাদশাহী দেয় ত দেখিয়ে দি—

জব্বর। কি দেখাস্ দাদা—বল্ ত।

ফকরু। খালি নাচ গান সরাপ! খালি আমোদ আর দোস্তি! ওড়না-চাউরী এমন উড়িয়ে দেওয়াই যে আকাশে সূর্য্যি অবধি ঢাকা পড়ে যাবে।

জব্বর। পথে ধূলো উড়বে না?

ফকরু। আরে বেকুব—এ বুঝছিস না, রাস্তায় হরদম গোলাপ জলের ফোয়ারা ছিটুতে থাকবে—ধুলো পাবে কোথায়? ওঃ, সাতটা দিন শুধু—বাদশাহী কাকে বলে, একবার দেখিয়ে দি।

জব্বর। হুঁঃ—সাতটা দিন বলছিস্ কি! সাত ঘণ্টার জন্যে

বাদশাহী পেলে আমি এ দুনিয়াটাকে একদম্ বেহেস্ত্ বানিয়ে দিতে পারি। বুঝলি কি না—

জাফরের প্রবেশ

ইয়া আল্লা—এ আবার কি চেহারা!

ফকরু। যাও, যাও, কাজ নেই, কম্ম নেই, নিজেদের জ্বালায় মরছি—এখানে কিছু হবে টবে না—

জাফর। শোন, আমি ভিক্ষে করতে আসিনি। আমি ভিখিরী নই—

জব্বর ও ফকরু। (পরস্পরের পানে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল)

জাফর। হাসছ, আমার পোষাক দেখে হাসছ! হেসো না—আমি ভিখিরী নই। টেনা পরে আছি—তাই—? শোন, আমি মানত্ করে ফকিরি নিছলুম। মানত্ আমার পুরেছে, তাই আবার এ টেনা ছাড়তে এসেছি। হামামে যাচ্ছি—নেয়ে নতুন পোষাক পরে ঘরে ফিরব।

জব্বর। বাউরা—

ফকরু। হাঃ হাঃ হাঃ (অবজ্ঞার হাসি হাসিল)

জাফর। তোমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখ, থলি—মোহরে ভরা—

জব্বর। স্যাচ্চা আদমি। আমি ত গোড়াতেই বলেছিলুম—এ চেহারা কি ভিখিরীর হতে পারে?

ফকরু। সেলাম হুজুর, সেলাম। ফকরু হুজুরের তাঁবেদার আছে। আসুন এ দিকে—পোষাক দেখাই।

জব্বর। এদিকে আসুন হুজুর—তোফা পোষাক আছে। হরেক রঙের জোব্বা—কেয়া রেশমী পায়জামা—উম্‌দা কুর্তি,—সাচ্চা কাজের টুপি—

ফকরু। হালের আমদানি পোষাক সে শুধু আমার কাছেই পাবেন—সেখ ফকরুদ্দিন—চক-বাজার—। দরবারী চাপকান, দরবারী ফেজ—

জব্বর। আরে যা, যা, বেটা—বয়েলের চামড়া কেটে ফতুয়ার অস্তর লাগাস, তোর আবার পোষাক!

ফকরু। চুপ দে শালা—মোষের শিঙ্ গুঁড়িয়ে তারি আঠায় রাঙ্‌তা জুড়ে খাস্—তোর মুরোদ, সাচ্চা জরির টুপি বের করা!

জব্বর। হুজুর, বিশ্বাস না হয়, এই দেখেন—(দৌড়িয়া গিয়া দোকান হইতে পোষাক লইয়া আসিল) এই দেখেন হুজুর—কেয়া উম্‌দা—এ কি জরি! বেহেস্তের মাণিক নক্ষত্তর এনে সেঁটে দিছি।

ফকরু। তবে দেখেন হুজুর, পোষাক কাকে বলে—(ছুটিয়া গিয়া পোষাক আনিল) একদম দরবারী—

জাফর। শোন, ভাল পোষাক চাই—জেনানী পোষা[illegible] চাই—একেবারে সেরা— [illegible]টানি

জব্বর। হুঁঃ, কত চান্ হুজুর? একেবারে আশমান্ [illegible] আমদানী—দে[illegible] [illegible]মী ওড়নী—

ফকরু। গহনা চাই না, হুজুর? গহনা? একবার দেখবেন আসুন—জলুসে চোখ ঠিকরে পড়বে। বোগদাদে তেমন চীজ্ কেউ চক্ষে দেখেনি—হুজুরের জন্য রেখেছি—হুজুর ভারী বড়া আদমি।

জব্বু। হুজুর একবার দোকানে আসতে মেহেরবানি—

ফকরু। অই পায়ের ধুলো আমার মাথা দিয়ে ঝেড়ে নেব, হুজুর—ফকিরের পায়ের ধুলো। এই দিকে পা দিন, হুজুর—

(জাফরের এক পা ধরিয়া বসিয়া পড়িল)

জব্বু। এই দিকে পা, হুজুর, এই দিকে পা। (অপর পা ধরিল।)

জাফর। আরে ছাড়্—ছাড়্—

জব্বু। এইয়ো উল্লুক, ছেড়ে দে হুজুরকে—

ফকরু। চুপ্ রও কুত্তা—আমার হুজুর—

জাফর। ওরে ছাড়্ না—দোকানে যাচ্ছি—চ—ছেড়ে দে—

(সকলের দোকানের মধ্যে গমন)

অন্তরালে আবদুল্লার প্রবেশ

আবদুল্লা। বেটা, এইখানে এসে জুটেছ—আমীরি চালে জবাকের ফরমাস চালাচ্ছ! দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি তোমায়। মোহরের খবর আসছে। একটু আড়াল থেকে ব্যাপারখানা দেখি—এ চেহারার জল কোথায় দাঁড়ায়!

(অন্তরালে অবস্থান)

পোষাক-স্কন্ধে জাফর ও তৎপশ্চাৎ জব্ব ও ফকরুর প্রবেশ

জাফর। তোমার হারের দাম কত ?

ফকরু। একশো মোহর, হুজুর—

জাফর। ঠিক বল।

ফকরু। তবে ঐ দেড়শোই দেবেন—আপনার সঙ্গে আর দর করব কি ? আপনি সাচ্চা আদমি, বড়া আদমি।

জাফর। আর তোমার মিশরের ওড়নী ?

জব্ব। ও পঞ্চাশ মোহরই দেবেন, হুজুর, আমি হুজুরের গোলাম।

জাফর। বাঃ, এই বললে, বিশ মোহর পেলেই দেবে—

জব্ব। ঐ হল, হুজুর—তাই হল—। যাঁহা বাহান্ন, তাহা তিপ্পান্ন। বড় লোকের বিশ পঞ্চাশ একই কথা। মোটে তিনের ফারাক আর কি !

জাফর। বটে! জুচ্চুরি! তামাসা পেয়েছ, শয়তান। তবে খাও, এই দাম—

(উভয়কে ধাক্কা দিয়া প্রস্থান)

জব্ব। (উঠিয়া) এঁ্যা—ও শালা—

ফকরু। বেটা—

[উভয়ে জাফরকে ধরিতে গিয়া পরস্পরকে জড়াইয়া টানাটানি করিতে লাগিল; পরে ছাড়িয়া "আরে" বলিয়া উভয়েই স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইল।]
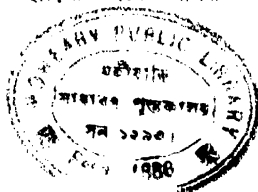
ফকরু। জব্বু—

জব্ব। ফকরু—

ফকরু। শালা সব নিয়ে চম্পট দিলে যে—

জব্ব। তাইত! চিনিও না যে বেটাকে! বেটা পাক্কা ধড়ীবাজ!

ফকরু। তুইই ত গোল বাধালি! আমার সঙ্গে ঝগড়া করলি—বাগড়া তুললি।

জব্ব। আমি, না, তুই?

ফকরু। তুইই ত—

জব্ব। বটে—আমি? শালা—

ফকরু। যাক্, আর ঝগড়ার কাজ নেই। ওরে, অনেক টাকার জিনিষ যে রে—

আবদুল্লার প্রবেশ

আবদুল্লা। দাঁড়াও, আমি শলা দিচ্ছি। ওর নাম জাফর। ভারী ঠক ও। আমি সব দেখেছি। ওর নামে ইরফান সাহেবের কাছে তোমরা নালিশ করগে—আমি ওকে ধরিয়ে দেব'খন।

জব্ব। ফকরু—

ফকরু। চ, ভাই—তাই চ'। লোকটা সাচ্চা—অমনি অমনি শলা দিচ্ছে।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

জাকরের জীর্ণ কুটির-মধ্যস্থ প্রাঙ্গণ। ইতস্ততঃ নানা গাছে বিচিত্র বর্ণের ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। রুমেলা মালা গাঁথিতে গাঁথিতে আপন মনে গান গাহিতেছিল।

রুমেলা। গীত

কুঞ্জে কুঞ্জে ফুটেছে গোলাপ,
আঙুর ফলেছে গাছে গাছে--
কত ছলে অলি ঘুরিছে ফিরিছে,
ফিরিছে ফুলের কাছে কাছে।
খেজুর বনের ছায়ায় ছায়ায়
পাহাড়ের পাখী এসে গান গায়,—
রাঙা আপেলের মদির গন্ধ
ঘুরে মরে বায়ু যেচে যেচে!
অমল প্রভাতে এ কি আনন্দ!
দিকে দিকে জাগে ললিত ছন্দ!
কি সুখ-আশার বারতা নামিছে,
রবির কিরণে নেচে নেচে।

ফতেমার প্রবেশ

ফতেমা। বারে বেটী, বা! কোন কাজে কি তোর হাতটি দিতে নেই, বাছা? এতখানি রোদ উঠে পড়ল,—বসে বসে গান হচ্ছে!

রুমেলা। বাবা যে আমার কাজ করতে মানা করেছে, বুড়ী। আর কি করব, না হয়, বলে দে—

ফতেমা। কি করবি, বলে দেব? তা, তা—কাজের ভাবনা কি! খুঁজে কোন কাজ না পাস্ ত ধর্ ওই গে,—ঐ ফুলগাছগুলো আস্তে আস্তে উপড়ে তুলে মাটিটায় দু'ঘড়া জল ঢেলে আবার গাছগুলো পুঁতে দে—গাছের তেজ বাড়বে কত! তবে গে ধর্ ঐ—ঐ—ঐ বড় শিমুল গাছটা কেটে কতকগুলো কাঠ চ্যালা করে ফেল্—উমুনে দিলে ভস্ ভস্ করে পুড়ে যাবে'খন—আর শিমুল কাঠের জ্বালে রান্নাও অমনি তুলোর মত নরম হবে—খেয়ে জুৎ পাবি কত।

রুমেলা। তোর ত খুব আক্কেল, দেখ্‌চি, বুড়ী—ও গাছ চ্যালানো আমার কর্ম্ম!

ফতেমা। তাই ত বলি, বাছা—তোর ও নরম হাতে কাঠ চ্যালানো কি চলে! তা তুই ত শুনবি না। তা, তা, কি করবি, বল্ দেখি—

রুমেলা। বলব? তবে শোন্। এই ধর্, রাশ রাশ ফুল ফুটে বাড়ীময় জঞ্জাল করে রেখেছে,—সেগুলো পট্ পট্ করে ছিঁড়ে তুলে প্যাঁট প্যাঁট করে ছুঁচে ফুঁড়ে সুতোয় পরিয়ে মালা গেঁথে ফেলি। জঞ্জাল সাফ হয়ে যাবে—ফুলগুলোও আচ্ছা জব্দ হবে'খন, কখনও আর চট্ করে ফুটতে সাহস করবে না। কি বলিস?

ফতেমা। এই, এই—তবে দেখিস্ বাছা, হুঁসিয়ার থাকিস্। ফুল মনে করে ভুলে যেন তোর ও আঙলগুলিতে ছুঁচ ফুটিয়ে

ফেলিস্ নে। তা দেখ,—আমি যাচ্ছি, ইঁদারা থেকে জল নিয়ে আসিগে। দেখিস্ বাছা, সদরের ধারে যাসনে যেন—রাস্তার সামনে ও মুখ বার করিসনে—

রুমেলা। কি হবে, তা হলে বুড়ী?

ফতেমা। কি হবে! অ মা, তা বুঝি জানিসনে? পথে যত ছেলে-ধরা—থুড়ি! মেয়ে-ধরার দল ঘুরে বেড়ায়। ও মুখখানি চোখে পড়লে তখনি তারা ধরে তোকে থলের মধ্যে পুরে ফেলবে। আহা, রাস্তার ধারে বসে থাকত মুন্না—এই তোর সৎমা—তারই কথা বলছি। তা তাকে না এক মেয়ে-ধরা এসে ক্যাঁক করে ধরে নিয়ে গেল। তোর বাপের যে কান্না,—সে আর কি বলব বাছা—সে কান্না তোর মা এসে তবে থামায়! তা তাই তোর বাপ আমায় পই-পই করে বলে দিয়েছে—দেখিস্ বুড়ী, খবরদার, মেয়ে যেন আমার পথের ধারে কখনও না আসে! পথের লোক ওকে যেন না দেখতে পায়—হুঁসিয়ার! তাই আর কি বাছা, আমার বলে খালাস হওয়া!

রুমেলা। তুই তবে পথে যাস্, কি করে, বুড়ী? তোকেও ত ধরে নিয়ে যেতে পারে—!

ফতেমা। ওরে, আমার কি আর সে বরাত হবে! আমি পথে বেরুলে কেউ কি আর আমার পানে চেয়ে দেখে, না, গায়ে এসে পড়ে? পোড়া লোকগুলো যে তখন চোখের মাথা খেয়ে বসে থাকে! পাছে আমি কারো গায়ের উপর গিয়ে পড়ি, এই ভয়েই সব দূরে দূরে সরে সরে চলে যায়।

রুমেলা। বুঝেছি, বুঝেছি—তুই যা, জল আন্‌গে যা—

ফতেমা। এই যাই। তবে দেখিস্‌ বাছা—সাবধানে থাকিস্‌। নৈলে একটা কিছু হলে তোর বাপ আর আমার গর্দ্দানা রাখবে না! দেখিস্‌ তাহলে—

রুমেলা। হাঁ, হাঁ, দেখব—

ফতেমা। এই তাই বলছি আর কি—বাছা—

(প্রস্থান)

রুমেলা। (উঠিয়া দ্বারের অন্তরাল দিয়া দেখিল) বুড়ী চলে গেছে। (গুল্মান্তরালে আসিয়া চারিধারে একবার চাহিয়া দেখিল; পরে গাহিতে লাগিল)

গীত

তুমি এস, তুমি এস।
অলস নয়নে স্বপনের মত, এস, তুমি এস।
ফুল-বনে মৃদু মলয়ের মত, শিহরি মুখরি দূর বন-পথ,
করি লুণ্ঠন জীবন-সুরভি, এস বঁধু, এস।
এস, নানা বরণের রঙীন মধুর, পূর্ণ প্রেমের বেদনা-বিধুর,
মৃত্যুর দ্বারে স্বর্গ-আলোক, এস তুমি এস।

(গান থামিবার পূর্ব্বেই ছদ্মবেশী খালিফ পশ্চাৎ দিক হইতে আসিয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল ও মুগ্ধ চিত্তে গান শুনিতে লাগিল; পরে গান থামিলে ধীরে ধীরে আসিয়া রুমেলার চোখ টিপিয়া ধরিল।)

রুমেলা। কে? আঃ—(বিরক্তভাবে খালিফের হাত ছাড়াইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) তুমি—গানেম! এ ধার থেকে কি করে এলে?

খালিফ। আগেই আমি এসে পড়েছিলুম। ঐখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার গান শুন্‌ছিলুম। কি চমৎকার গান, রুমেলা—

রুমেলা। যাও—কেন তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে আমার গান শুনলে? আর কখনও আমি গান গাব না—কখনও না। একলাটি থাকলেও না—

খালিফ। রাগ করেছ, রুমেলা? আমি গান শুনেছি বলে রাগ হয়েছে, তোমার?

রুমেলা। হাঁ, কেন তুমি লুকিয়ে ছিলে? কেন তুমি গান শুনে ফেল্‌লে?

খালিফ। বড় ভাল লাগছিল, রুমেলা। তুমি গান গাচ্ছিলে, আমার মনে হচ্ছিল, যেন নীল আকাশটা কি এক চমৎকার সুরে ছেয়ে গেছে—যেন কোথা থেকে এক অজানা পাখী গেয়ে উঠেছে।

রুমেলা। যাও, আবার ঠাট্টা! আমি গাইতে পারি না বলে ঠাট্টা!

খালিফ। ঠাট্টা নয়—সত্যই চমৎকার গান। এমন গান আমি কখনও শুনিনি।

রুমেলা। যাও, আমার লজ্জা করছে। ছি, ছি—জানলে আমি কখনও গাইতুম না।

খালিফ। তা হলে আমায় ভাল বাস না, তুমি?

রুমেলা। তা কেন? তা ত আমি বলছি না। তুমি গান শুনেছ বলে আমার লজ্জা হচ্ছে—আমি তোমার পানে চাইতে পারছি না।

খালিক। যদি ভাল বাস, তবে লজ্জা কেন?

রুমেলা। বা রে—লজ্জা হবে না? তুমি হলে বেটাছেলে, আর আমি যে মেয়েমানুষ। বেটাছেলে মেয়েমানুষের গান শুনে ফেললে, লজ্জা হবে না?

খালিক। তবে আমার সঙ্গে কথা কও তুমি, এতেও তোমার লজ্জা হয়?

রুমেলা। তা কেন হবে! কথা কইলে বুঝি লজ্জা হয়? আমি ত বাবার সঙ্গেও কথা কই—

খালিক। এ মালা গাঁথছিলে, কার জন্য, রুমেলা? দিব্যি মালা—আমায় দেবে?

রুমেলা। নেবে তুমি—এ মালা নেবে?

খালিক। দাও যদি—

রুমেলা। কেন দেব না? এই নাও। (মাল্য দান)

খালিক। মালা এমন করে দিতে নেই, রুমেলা। গলায় পরিয়ে দিতে হয়।

রুমেলা। গলায় পরিয়ে দিতে হয়! বেশ, তাই দি।

খালিক। (সাবেগে দুই হাতে রুমেলার মুখখানি চাপিয়া ধরিয়া) রুমেলা—(পরে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল)

রুমেলা। ও কি গানেম, তোমার চোখে জল কেন?

খালিফ। আমার বড় আনন্দ হচ্ছে, রুমেলা, বড় সুখ।

রুমেলা। সুখ হলে কি চোখে জল আসে? আমি ত জানি, দুঃখ হলেই চোখে জল আসে।

খালিফ। ছোট-খাট সুখে চোখে জল আসে না, রুমেলা, বড় সুখে আসে।

রুমেলা। কৈ, আমার চোখে ত জল আসেনি।

খালিফ। তোমারও কি বড় সুখ বোধ হচ্ছে?

রুমেলা। কি জানি, বুঝতে পারছি না। তবে আমার বড় ভাল লাগছে।

খালিফ। কি ভাল লাগছে, রুমেলা?

রুমেলা। তুমি যে আমায় আদর করলে…যাও। (মুখ নত করিল)

খালিফ। এই যে তোমারও চোখে জল, রুমেলা। (রুমেলার দুই হাত ধরিল)

রুমেলা। কৈ জল? (হাত ছাড়াইয়া লইল) তুমি যাও, চলে যাও, গানেম। আর তুমি এসো না। তুমি এলে আমার খুব ভাল লাগে, কিন্তু চলে গেলে বড় কষ্ট হয়। কোন কাজ ভাল লাগে না, কিছু ভাল লাগে না। কেবলই তোমার কথা, তোমার মুখ মনে পড়ে।

খালিফ। আর যদি এমন হয় রুমেলা, যে, তোমায় আমায় কখনও চোখের আড় না হতে হয়, দু'জনে দিন-রাত দুজনকে দেখতে পাই?

রুমেলা। কি করে তা হবে ?

খালিফ। কেন, তোমায় যদি আমি বিয়ে করি।

রুমেলা। বিয়ে! সে কি করে হবে ? তুমি হলে বাদশার বাগানের মালীর ছেলে তোমাদের কত পয়সা, আর আমরা গরিব লোক। শুনেছি, বড়লোকে গরিবে বিয়ে হয় না।

খালিফ। ভুল শুনেছ, তুমি। কে বললে, এ কথা ?

রুমেলা। ফতেমা বলে।

খালিফ। ফতেমা জানে না, তাই বলেছে। তা ছাড়া বাপ আমার বাদশার বাগানে মালী। মালী কি বড়লোক হয়, রুমেলা ?

রুমেলা। বড় লোক নয়! (ভাবিয়া) তবুও হবে না, গানেম—ফতেমা বলে, মালীর ছেলে নেই, কেউ নেই—

খালিফ। ছেলে নেই, কি রকম ? জলজ্যান্ত আমি তোমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি—আমি নেই— ?

রুমেলা। তাই ত!

খালিফ। তবে কেন, রুমেলা, তুমি আমায় আসতে মানা করছ ? না এসে যে আমি থাকতে পারি না। তোমায় না দেখে কি থাকা যায় ? তোমার মুখের কথা শোনবার জন্য, তোমায় দিনান্তে একটি বার দেখবার জন্য প্রাণ আমার অস্থির হয়ে থাকে ! রুমেলা—

রুমেলা। গানেম—

খালিফ। এ দুঃখ যাতে শীঘ্র ঘোচে, তার ব্যবস্থা আমি করব।

বল, তোমার এতে অমত নেই ? বল—দিন-রাত কখনও আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে না—কখনও না—বল—

রুমেলা। না।

খালিফ। রুমেলা, প্রিয়তমে—

রুমেলা। কার পায়ের শব্দ পাচ্ছি। গানেম, গানেম, তুমি যাও—

খালিফ। যাই। কিন্তু যাবার আগে একটি মিনতি আছে—রাখো—

রুমেলা। কি, বল।

খালিফ। তোমার মাথার ঐ ফুলটি আমায় দাও—আমি ওটি বুকে রাখব—

রুমেলা। এই কথা! এই নাও। (পুষ্প প্রদান)

খালিফ। (ফুলটি বুকে রাখিয়া) তবে আসি—রুমেলা, প্রিয়তমে—[রুমেলার হাত-দুইটি আপনার হাতে চাপিয়া ধরিয়া সাবেগে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে প্রস্থান]

[নেপথ্যে ফতেমা। রুমেলা, রুমেলা—]

রুমেলা। কে—বুড়ী ?

ফতেমার প্রবেশ

কেন রে, বুড়ী ? অত চেঁচাচ্ছিস্ কেন ?

ফতেমা। এঁ্যা—চ্যাঁচাব না! বলিস কিরে! ওরে, বড় ভাল খপর রে, বড় ভাল খপর। তোর বাপ আসচে—

রুমেলা। বাবা—! এই সকালেই! এ সময় ত বাবা কোন দিন ফেরে না—

ফতেমা। ওরে, ফিরেছে রে, ফিরেছে, আজ ফিরেছে! সে যা চেহারা হয়েছে রে—সে আর কি বলব? হামামে চান করেছে—গায়ে অমনি খোস্‌বু ভুর্‌-ভুর্‌ করছে। চুল ফেরানো, দাড়ি ছাঁটা, আর সে কি চলন! যেন বাদশার পেয়ারের উট চলেছে! তার উপর পোষাক! এমনি লম্বা আলখাল্লা—তাতে কত চন্দর্‌-সুর্যি ঝক্‌মক্‌ করছে! কি জলুস রে বাবা! ঘরে আর বাতি জ্বালতে হবে না রে, উনুনে আগুন দিতে হবে না—সেই পোষাকের জলুসে রাঁধা-বাড়া হবে—ঘরও আলো হবে।

রুমেলা। তুই এ সব পাগলের মত কি বক্‌ছিস, বুড়া?

ফতেমা। পাগল নই রে বাছা, পাগল নই। এই সে এল বলে—ঐ যে দোরে ঘা পড়ছে,—ঐ যে জুতোর শব্দ! (দ্বারে করাঘাত) এই যে, এই তোর বাপ—

উজ্জ্বল পরিচ্ছদ-পরিহিত জাফরের প্রবেশ

রুমেলা উঠিয়া দাঁড়াইল।

রুমেলা। বাবা—সেলাম—

ফতেমা। সেলাম হুজুর, সেলাম—

জাফর। সেলাম!

রুমেলা। বাবা, তোমার গায়ে এমন খোস্‌বু কেন? তুমি কি আতর মেখেছ?

জাফর। হাঁ—হামামে নেয়ে আস্‌ছি।

রুমেলা। বাবা! আজকের প্রভাত আমাদের সুপ্রভাত!

জাফর। সুপ্রভাত—সুপ্রভাত! দুঃখের রাত কেটে গেছে, সুখের আলো দেখা দিয়েছে! দেখ্‌ছিস রুমেলা, দেখ্‌ছিস? এই ত্যাখ্—ঝক্ ঝক্ কচ্চে—ঝক্ ঝক্ কচ্চে! একে কি বলে, জানিস? সোনা—সোনা—সোনা! এই শোন্—ঝন্-ঝন্-ঝন্, ঝন্-ঝন্-ঝন্! যাদু-মেশানো আওয়াজ! এর শব্দে ঠাণ্ডা রক্ত জেগে ওঠে—ছোটে—বুকের কপাটে সজোরে ঘা মারে, কপাল কুঁচ্‌কে যায়। মানুষের মগজ এ বিগ্‌ড়ে দেয়! শুন্‌ছিস রুমেলা? শুন্‌ছিস ফতেমা?

রুমেলা। বাবা!

ফতেমা। এত মোহর তুমি কোথায় পেলে গা?

জাফর। কোথায়! কোথায়! এক গাধা আমায় দিয়েছে—গাধা—গাধা! নিজের ফাঁসীর দড়ি আমার হাতে তুলে দিয়েছে। কম্‌বখ্‌ত্ জানে না—এর শেষ কোথায়? কিন্তু যাক্—সে পরের কথা পরে। এখন—এই শোন্ আজ থেকে দুনিয়া আমায় সেলাম দেবে—রাস্তা দিয়ে চলে গেলে লোকে আমায় কুর্ণিস করবে। কেউ বল্‌বে, জনাব—কেউ বল্‌বে, হুজুর! হাঃ হাঃ—কি মজা! কি মজা!

রুমেলা। বাবা, কি চমৎকার তোমায় দেখাচ্চে!

জাফর। চমৎকার, আমাকে! বলিস কি, রুমেলা?

রুমেলা। হাঁ, বাবা, ঠিক যেন নবাব।
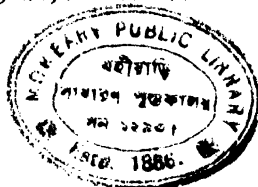
জাফর। নবাব কিরে বেটী! বাদ্‌শা বল্‌—বাদ্‌শা!

রুমেলা। হ্যাঁ—বাদ্‌শাই বটে—না, বুড়ী?

ফতেমা। হ্যাঁ—তা বই কি! বাদ্‌শা ত এম্‌নিই! তার ত আর ডানাও নেই, দুটো ঠ্যাংও বেশী নেই! আছে শুধু পোষাক, আর মোহর।

রুমেলা। তোমায় ত এমন কখনও দেখিনি, বাবা! আমাদের আজকের দিন—কি সুখের দিন!

জাফর। হ্যাঁ, সুখের দিন—আরও সুখের হবে। ফতেমা, এই পোঁট্‌লা খোল্‌। রুমেলা, ত্থাখ্‌, তোর জন্যে কি এনেছি! দেখ্‌লে চোখ ঠিক্‌রে যাবে।

রুমেলা। তোমার মেয়েকে মনে আছে, বাবা?

জাফর। মনে নেই! ভিখিরীর সর্ব্বস্ব—কার জন্য এ সব! বল্‌ দেখি বেটী, তুই কি চাস্‌? কি পেলে সকলের চেয়ে খুসী হোস্‌?

রুমেলা। (নীরব রহিল)

জাফর। লজ্জায় মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে! বাপের কাছে লজ্জা কি, মা? বল্‌, বল্‌।

রুমেলা। আমি জানি না।

জাফর। আমি জানি না! ফতেমা, শোন্‌, শোন্‌,—কি মিষ্টি—কি মিষ্টি! এমন মিষ্টি করে কোন মেয়ে কি তার বাপকে বলেছে, আমি জানি না! আমার দুধের মেয়ে—কচি মেয়ে! ঠিক তেম্‌নি আছে, জানে না—সত্যই কিছু জানে না!

রুমেলা। আমি কি জান্‌বো, বাবা?

(জাফর ও ফতেমা পরস্পর মুখ চাহিয়া হাসিল)

জাফর। আর কি জান্‌বি, ক্ষেপি! জান্‌বি, তোর বুড়ো বাপ তোকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসে! ছাখ্ মা, তোর জন্যে কি এনেছি।

রুমেলা। (অলঙ্কার পরিতে পরিতে) বাঃ, বাঃ, কি চমৎকার হার! কি সুন্দর এই বাজু! আমার গহনা নেই বলে পাড়ার মেয়েরা আর ঠাট্টা করতে পারবে না। জামিলার বড় দেমাক, এইবার তার গুমর ভাঙ্গবে। ফতেমা, ছাখ্, ছাখ্, কি সুন্দর ওড়না!

জাফর। খুসী হয়েছিস, মা?

রুমেলা। খুসী! খুসী! (প্রাচীরের দিকে চাহিয়া) আজকের মত সকাল যদি রোজ হয়!

জাফর। কেন, আজ্‌কের সকালে কি হ'য়েছিল?

রুমেলা। না, না, কি বলতে কি বলেছি! বাবা, আমাকে এ সব পরে কেমন দেখাচ্চে?

জাফর। কি বল্‌ব—হাঃ, হাঃ—কি বলব? কেমন দেখাচ্ছে, —কেমন দেখাচ্ছে! ফতেমা, তুই বল্, আমি বলতে পাচ্ছি নে। আমি শুধু দেখ্‌ছি—শুধু দেখ্‌ছি।

ফতেমা। কি আর বল্‌বে? এমন টুকটুকে মেয়ে—এমন গয়না—এমন ওড়না—এখন একটী রাঙা বর হলেই তবে মানায়। পাত্তর দুটি-তিনটি হাতে আছে, বল ত দেখি!

ঐ তাঁত বোনে, আতাউল্লার ছেলে তাতাউল্লা, না হয় ত ঐ উট চরায়, জহিরুদ্দির ছেলে বহিরুদ্দি—'

জাফর। ক্ষেপে গেছিস, ফতেমা, ক্ষেপে গেছিস। শোন্ বলি—এই যে মোহর দেখ্‌ছিস্, এতে কি করবো, জানিস? এই দিয়ে ব্যবসা করবো। এক গুণ আছে, দশ গুণ হবে। কালে হাজার গুণ, লাখো গুণ হবে! এ কুঁড়ে আর কুঁড়ে থাক্‌বে না, মস্ত বাড়ী করবো, দেখে বাদশার হিংসে হবে—এত বড় বাড়ী! লোক-লস্কর বান্দা-বাঁদীতে বাড়ী ভরে যাবে! রুমেলা তাদের রাণী হবে! দুনিয়ার সেরা মুক্তো কিনে এনে মালা করে দেবো, রুমেলা গলায় পরবে। ওর বরফের মত এই সাদা কপালের উপর গোলকুণ্ডার হীরের মটুক জ্বল্‌জ্বল্ করবে—কাণে দুল দুলবে—মোতির দুল!

রুমেলা। বাবা—

জাফর। চুপ, চুপ! আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে দিস্‌নে—স্বপ্ন ভেঙ্গে দিস্‌নে! তোর রূপের কথা বোগ্‌দাদের ঘরে ঘরে লোকে গল্প করবে! না, না। বোগ্দাদ—একটুখানি বোগ্দাদ—তোর রূপের রোশনি আরবে ছড়িয়ে পড়্‌বে,—সিন্ধু, চীন, কান্দাহার, আরও কত দেশ, নাম জানি না—কত দেশে ছড়িয়ে পড়্‌বে। কত কত মুলুকের বাদশাজাদা তোর রূপের কথা শুনে পাগল হয়ে এখানে ছুটে আস্‌বে। আমায় পায়ের কাছে দাড়িয়ে তোকে পাবার জন্য ভিক্ষে—ভিক্ষে করবে! হাঃ—হাঃ, কি মজা! কি মজা!

ফতেমা। মিন্সে ক্ষেপ্‌ল না কি? ঘুঁটে-কুড়ুনীর বেটা সদর-নায়েব! ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখ্‌ছে।

(নেপথ্যে দ্বারে করাঘাত)

জাফর। যা, যা, এখন দিক্ করিস্‌নে, দিক্ করিসনে।

(নেপথ্যে পুনরায় দ্বারে করাঘাত)

এই, কোন্ হ্যায়? চলা যাও।

নেপথ্যে। বড় কেও কেটা নয়, তোর বাবা রে, শালা দরজা খোল্। বাদ্‌শার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে। দরজা খোল্।

জাফর। মা, একটু সরে যা ত। দেখি, কে। ফতেমা, যা, শীগ্‌গির রুমেলাকে নিয়ে যা। (দ্বার খুলিয়া দিল।

রুমেলাকে লইয়া ফতেমার অন্তরালে গমন।

প্রহরীগণ, জব্বর, ফকরু ও আবদুল্লার প্রবেশ

প্রহরী। এই জাফর ভিখিরীর বাড়ী।

জাফর। তোম্‌রা কে?

জব্বর। এই ত সেই! ধর কুত্তাকে।

জাফর। কি! আমায় ধরবি? (প্রহারোদ্যত)

ফকরু। এই যে আমারই পোষাক গায়ে।

প্রহরী। তোমার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে। তোমায় ইরফান সাহেবের হুজুরে হাজির দিতে হবে।

জাফর। (ভয় পাইয়া) ইরফান! কেন, আমি ত টাকা চুকিয়ে দিয়েছি।

জব্বর। মিথ্যেবাদী—

জাফর। কি, আমি মিথ্যেবাদী! (আক্রমণোদ্যত)

প্রহরী। দেখ্‌ছ কি? বাঁধো, বাঁধো—

আবদুল্লা। কেমন, থলি দেখেছ?

জাফর। বাঁদীকা বাচ্ছা।

আবদুল্লা। (ব্যঙ্গস্বরে) আল্লা-নাম-কি রোটী, মহম্মদ-নাম-কি পয়সা, দেলায় দে বাবা।

জাফর। পাজী, হারামজাদ, এ তোরই কারসাজি!

(মুখে থুতু দিল)

প্রহরী। নিয়ে চল।

(সকলের প্রস্থান)

রুমেলা ও ফতেমার প্রবেশ

রুমেলা। বাবা, বাবা—এ্যাঁ, বাবাকে যে ধরে নিয়ে গেল!

(মূর্চ্ছা)

ফতেমা। চুরি করলেই হয় না,—খোদা আছে!

পঞ্চম দৃশ্য

ইরফানের গৃহ।

পত্র-হস্তে ইরফান ও তৎসঙ্গে কাফুরের প্রবেশ

ইরফান। (পত্র-পাঠান্তে ক্রুদ্ধস্বরে) শয়তান—শয়তান !

কাফুর। কি চিঠি, হুজুর ?

ইরফান। শোন, একবার আস্পর্দ্ধার কথা শোন, কি লিখেছে, শোন— (পত্রাংশ-পাঠ) "আপনার বিভাগের হিসাব এখনও পাই নাই। দুনিয়ার মালিক খালিফ বাহাদুরের আদেশে আপনাকে এত্তেলা দেওয়া যাইতেছে, আপনি অবিলম্বে হুজুরে হাজির হইয়া হিসাব দাখিল করিতে ত্রুটি করিবেন না।" শুনলে ? এ সেই শয়তানের শলা—সেই বান্দার হুকুম—নাসিরুল্লার কাজ। তার কাছে আমায় হিসেব দাখিল করতে হবে। আমাকে—যে স্বর্গীয় বাদশার ডান হাত ছিল—। বদমাস্ ! না, কখনও তা হবে না, কখনও না। আমার প্রাণ থাকতে নয়।

কাফুর। কি করবেন, হুজুর ?

ইরফান। কি করব ! তবে খালিফের দোষ কি ! সে বালক ! যত নষ্টের গোড়া সেই উজীর। খালিফকে ছেলেবেলায় পড়িয়েছে বলে খালিফ তার মুঠোর মধ্যে। খালিফ ত নামে

খালিফ, নাসিরুল্লাই হল আসল বাদশা! সেই বান্দার ফন্দীতেই পরোয়ানা এসেছে, তাকে আগে এই আমার দুই পায়ের তলায় পিষে মারব। তার পর—

জনৈক অনুচরের প্রবেশ

অনুচর। বাদশার লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে, হুজুর—চিঠির জবাব চায় সে।

ইরফান। জবাব চায়! সেও হুকুম করে? সব শয়তানের একসঙ্গে মরবার পাখা উঠেছে! হুড়-হুড় করে টাকা খরচ করেছি—নাচে গানে সরাপে মজলিসে ডানা মেলে টাকা উড়ে গেছে। তার আবার হিসেব কি? বাদশাহী ত'বিল! ছোঃ,—কে তার তোয়াক্কা রাখে? না, হিসেব দিতে হবে বটে! না দিলে? কয়েদ, মৃত্যু—!

কাফুর। আপনার হাতেই ত ফৌজ, হুজুর। সব ভাবনা চুকিয়ে দিন্ না। একটি চাল শুধু—

ইরফান। ঠিক বলেছ, কাফুর—একটি চাল। ব্যস্—কিস্তিমাত্। বাঃ, তোফা!

কাফুর। তাই ত, হুজুর! কিস্তিমাত্! তার মানে?

ইরফান। বুঝছ না, কাফুর? এ রাজ্যে কার কথা বরাবর চলে এসেছিল, এখন শুধু চলে না! চলে না কি! চলবে। চালাব। বুঝছ, কাফুর—খালিফকে সরাতে হবে। একদম ফরসা—দেখি, তোমার নাসিরুল্লার ফন্দী তখন কোথায় থাকে!

অনুচর। চিঠির জবাব, হুজুর—

ইরফান। আচ্ছা, যাও তুমি। পরে বলছি। (অনুচরের প্রস্থান) কাফুর—

কাফুর। হুজুর।

ইরফান। কাজ ত বললুম—এখন হাসিল হয় কি করে ?

কাফুর। তাইত হুজুর—কবে, কোথায়, কেমন করেই বা হাসিল হয় ?

ইরফান। তুমি পারবে না ?

কাফুর। আমি ! ইয়া আল্লা ! আমায় যে সকলে চেনে। গোলমাল হয়ে পড়বে। না হলে গায়ের জোরে মাথার চালে আমায় আঁটে কে ?

ইরফান। তবে কি আমাকেই এ কাজ করতে হবে ?

কাফুর। ভয় কি, হুজুর ? ও সামনা-সামনি খোলাখুলিই সব হয়ে যাক। তার পর, কার সাধ্য, একটা কথা বলে ! সবাই তখন আপনার পায়ে লোটাবে। হুজুরের নসীবে বাদশাহী তক্ত্ লেখা রয়েছে, জ্বলজ্বল করছে—আমি এই খালি চোখে তা বেশ দেখতে পাচ্ছি। শুধু হুজুরকে একটুখানি কষ্ট করতে হবে। তক্তের পথে যে নুড়িটা পড়ে আছে, সেইটেকে জুতোর ঠোক্করে হঠিয়ে দিতে হবে। ব্যস্ !

ইরফান। ব্যস ! তাই ত কাফুর, (নেপথ্যে কোলাহল) ও গোলমাল কিসের ? আমায় ধরতে আসছে না কি ? এতটুকু তর সৈল না !

অনুচরের পুনঃপ্রবেশ

অনুচর। হুজুর, দু'জন মহাজন এসেছে, জরুরি বিচারের জন্য!

ইরফান। জরুরি! আচ্ছা,—যাও, নিয়ে এস। (অনুচরের প্রস্থান)

বন্দীকৃত জাফর, জব্বু, ফকরু আবদুল্লা ও

প্রহরীগণের প্রবেশ

জব্বু। হুজুর, এই বেটা চোর আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে।

ফকরু। যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে চম্পট দেছে, হুজুর।

ইরফান। খুলে বল, কি হয়েছে।

জব্বু। হুজুর, এ আমার দোকানে ঢুকে আজ—

ফকরু। আমারও দোকানে হুজুর—

ইরফান। একে একে বল।

জব্বু। দোকানে ঢুকে হুজুর, ভাল ভাল পোষাক নিয়ে—

ফকরু। আর আমার হীরে-জহরত, হুজুর—

ইরফান। আবার! একজন একজন করে বল—

জব্বু। পোষাক নিয়ে চম্পট দেছে, হুজুর—

ফকরু। দাম দেয়নি, হুজুর—দাম চাইতে ঘুসি মেরেছে, হুজুর—এই দেখুন হুজুর, নাক কেটে গেছে—

জব্বু। আমার দাঁত ভেঙ্গে দেছে, হুজুর—

ইরফান। এই লোক! এ—

জাফর। শুনুন হুজুর, খোদার কাছে আমি জবান দিচ্ছি —হুজুরই খোদা। এরা মিথ্যা কথা বলছে। আমি চোর নই, হুজুর। ফকিরি নিছলুম—ফকিরি সেরে দোকানে গেছলুম, পোষাক খরিদ করতে। আমার সামনে এরা ঝগড়া-ঝাটী করে—তুজনে মারামারি অবধি হয়। আমি পোষাক নিয়ে দোকানে দাম ফেলে দিছি। ওরা বাইরে এসে আরও বেশী দাম চায়, তা দিই নি। এই জন্যে হুজুর আমার নামে মিথ্যে নালিশ করে আমায় হায়রাণ করছে—হুজুরকেও বহুত তখলিপ দিচ্ছে।

জব্বর ও ফকরু। (সমস্বরে) মিথ্যে কথা, হুজুর—ও চোর।

জাফর। চোর তোর বাপ, চোর তোর দাদা—

জব্বর। ভিখিরী কোথাকার—

ফকরু। ছেঁড়া টুকনি সার—

জাফর। আমি ভিখিরী! তোদের মত তুটো দামড়াকে আমি কিনতে পারি, তা জানিস্?

আবতুল্লা। না, হুজুর—আমি ওকে চিনি। ও মসজিদের ধারে পথে বসে ভিক্ষে করে। চিরকাল ভিক্ষে করছে,—আমি নিজের চক্ষে দেখেছি। ওর নাম, জাফর।

ইরফান। এ কথা ঠিক?

জাফর। ঠিক, হুজুর। কিন্তু আমার নসীব ফিরে গেছে। আব্বাস বলে এক ডাকাতের সর্দ্দার আমায় বিস্তর মোহর দেছে।

ইরফান। ডাকাত! ডাকাতে মোহর দেছে! সব কথা খুলে বল্। বোগদাদে ডাকাত এসেছিল—এ কি সম্ভব! তার মাথার উপর দর ফেলা নেই? সেই মাথা নিয়ে সে ফিরে যায়?

জাফর। সে কথা হুজুর আপনার ফৌজদারদের জিজ্ঞাসা করুন, আর জিজ্ঞাসা করুন, এই শয়তান আবদুল্লাকে—যে আপনার মস্‌জিদে পাহারা দেয়—যার সঙ্গে সেই ডাকাতের অনেক দিন থেকে দেনা-পাওনার কারবার চলে আসছে।

আবদুল্লা। ঝুট্ বাত্, হুজুর।

ইরফান। তুই এর গোড়া, তাহলে?

আবদুল্লা। দোহাই হুজুর—আমার কোন দোষ নেই। সে বলে, তার দিল্ পুড়ে যাচ্ছে—খোদার কাছে তাই সে দোয়া মাগতে আসে। ডাকাতি সে ছেড়ে দেছে—দেদার টাকা-কড়ি সে গরিব-দুঃখীকে বিলুচ্ছে।

ইরফান। দোয়া মাগে! দান করে! শয়তান, এ খপর আমার কাছে তুই দিস্‌নে কেন? (অনুচরের প্রতি) আলি শা, ফৌজদারকে এখনই তুমি এত্তেলা দাও—সেই বুড়ো ডাকাতকে এখনই যেন সে গ্রেপ্তার করে। আজই তাকে আমি চাই—যেখান থেকে, যেমন করে হোক, তাকে ধরা চাইই। খালিফকে আমি দেখাতে চাই, আজ পর্য্যন্ত আমিই শুধু বদ্‌মায়েসদের শায়েস্তা কচ্ছি। যাও, এই শয়তান আবদুল্লা তাকে সনাক্ত করবে। না পারে ত এর জান-বাচ্ছাকে কয়েদ করবে। যাও—

(অনুচর ও আবদুল্লার প্রস্থান)

জব্ব। হুজুর, আমাদের নালিশ ?

ইরফান। জাফর, তুমি এদের দাম দাওনি ?

জাফর। দিয়েছি, হুজুর—

ফকরু। আর এই মার-ধোর ! যদি টাকাই দেবে হুজুর, ত মারবে কেন, আবার ?

ইরফান। এ মারের জবাব কি, জাফর ? মেরেছ ?

জাফর। মেরেছি, হুজুর—ওদের বেয়াদবির জন্য মেরেছি।

ইরফান। মার আর চুরির জন্য তোমার হাতের দুটি আঙুল কেটে দিতে হবে।

জাফর। তাহলে এ হাত একেবারে অকেজো হয়ে যাবে, হুজুর—এ হাতে হুজুরের কাজ করতে পারি—এখনও এতে সে বল আছে !

ইরফান। চোরের হাত নিয়ে আমার কি কাজ হবে ?

জাফর। কিছু নেই, হুজুর ? হুজুরের দুশমণ কেউ নেই ? খুন, লুঠ—যা বলবেন, হুজুর, এ হাত তাই করবে !

ইরফান। খুন !

জাফর। হাঁ হুজুর, খুনও। এ প্রাণে বড় দাগা পেয়েছি, হুজুর—দাগার চোটে মাথার রক্ত ছুটে এসে হাতে দাঁড়িয়েছে। হাত গরম হয়ে রয়েছে—নিষ্‌পিষ্‌ করছে—ফরমাস করুন, হুজুর—এ হাতে অসাধ্য সাধন করতে পারি।

ইরফান। অসাধ্য-সাধন ! বটে ! আচ্ছা, তিন দিন তোমায়

পরখ করব। যদি খুসী করতে পার ত মাপ পাবে—না হলে শাস্তি ত আছেই!

ফকরু। আমাদের নালিশ, হুজুর?

ইরফান। তিন দিন পরে এস। আজ এখন তোমরা যাও—সকলে যাও।

(কাফুর ব্যতীত সকলে গমনোদ্যত)

জাফর, দাঁড়াও—তোমায় কাজের ভার দেব। তোমরা সকলে যাও।

(জাফর ও কাফুর ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

জাফর। কাজ ফরমাস করুন, হুজুর—হাত আমার নিষ্‌পিষ্‌ করছে। (জানু পাতিয়া বসিল)

ইরফান। ওঠ, জাফর। ইরফানের গোলাম হাঁটু গেড়ে বসে না। এই নাও তলোয়ার। (অসি-প্রদান)

জাফর। বলুন হুজুর, কি চাই! কার শির ছিঁড়ে এনে দিতে হবে? এখনই এনে হুজুরের পায়ে ডালি দি।

ইরফান। আচ্ছা, পরে বলব। এখন তুমি যাও। ফজল, (জনৈক অনুচরের প্রবেশ) এ আমার খাস্‌ বান্দা—একে এর যোগ্য পোষাক দাও—থাকবার জায়গা দেখিয়ে দাও।

জাফর। হুজুরের দয়া কখনও ভুলব না।

ইরফান। আচ্ছা, যাও এখন। (অনুচর-সহ জাফরের প্রস্থান) কাফুর, কি ভাবচ?

কাফুর। তাই ত! আমি হুজুরের মতলব ঠিক ঠাওরাতে পারছি না!

ইরফান। তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে—এমন সোজা ব্যাপার বুঝতে পারছ না—

কাফুর। তাই ত হুজুর—

ইরফান। তুমি ভাবচ, আমি একে শুধু শুধু মাপ করেছি! আমার কোন মতলব নেই? এই পাগলটাই ঠিক লোক!

কাফুর। কিসের ঠিক লোক, হুজুর?

ইরফান। খালিফকে হঠাতে।
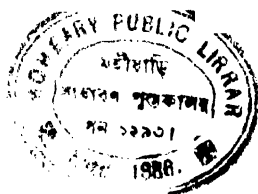
দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ইরফানের সজ্জিত প্রমোদ-শালা।

ইরফান, কাফুর, সহচরবৃন্দ, জাফর ও নর্ত্তকীগণ।

নর্ত্তকীগণ। গীত

চাঁদের সুধা ঝরে পড়ে ভুবনে।
ফুলেরই বাস লোটে মধুর পবনে।
পাতার আড়ে গেয়ে ওঠে পাখীরা,
চুনির ঢেউ তোলে লাল মদিরা—
পরাণ আজি পাগল—মধু লগনে!
এস প্রিয়, এস প্রাণ-বঁধু হে,
লুটিয়া লও, হৃদয়-ফুল-মধু এ,—
লহ হে মন, দেহ এ লও চরণে!

ইরফান। চমৎকার! (সরাপ-পান)

কাফুর। তোফা—(সরাপ-পান)

সহচরবৃন্দ। জীতা রহো বাবা—(সরাপ-পান)

ইরফান। (নর্ত্তকীদের প্রতি) যাও, তোমরা এখন বিশ্রাম কর গে—(নর্ত্তকীগণের প্রস্থান)

ইরফান। জাফর—

জাফর। হুজুর—

ইরফান। তুমি উজীর হবে। (মদ্যপান)

জাফর। হুজুর আমায় ঠাট্টা করছেন—গোলাম ঠাট্টার পাত্র নয়। উজীরি হুজুরের থাক্, হুজুর। গোলাম যেন হুজুরের বান্দা থেকেই গোরে যেতে পারে!

ইরফান। তুমি বুঝছ না, জাফর। তুমি আমার উজীর হবে—আমি যখন বাদশা হব—বুঝলে?

জাফর। খোদা হুজুরকে বাদশাহীই দিন। হুজুরের প্রাণ বাদশার প্রাণ।

ইরফান। তোমার হাতেই আমার বাদশাহী, জাফর। তুমি মনে করলেই আমায় বাদশা করতে পার—খোদার কাছে আর বাদশাহীর আরজী পেশ করতে হয় না। (মদ্যপান)

জাফর। আমি মনে করলে হুজুর বাদশাহী পান?

ইরফান। তুমি মনে করলেই পাই, জাফর! (মদ্যপান)

জাফর। গোলামের গোস্তাকি মাপ হয়, হুজুর। হুজুরের মগজের ঠিক নেই।

ইরফান। কি বললি, বান্দা? মগজের ঠিক নেই—আমার মগজ—?

জাফর। হুজুর গোলামের জানের মালিক—

ইরফান। তুই বুঝছিস না, বান্দা—আমার কথা তুই বুঝতে পারছিস না।

জাফর। হুজুর খোলসা করে না বললে বান্দা বুঝবে কি করে ?

ইরফান। তবে উজীরি করবি কি করে, বান্দা ? শোন্ জাফর—খোলসা করে বলি। কাফুর, আর এক পেয়ালা দাও—এ খালি হয়ে গেছে। (কাফুর পেয়ালা ভরিয়া দিলে ইরফান মদ্যপান করিল ; পরে কহিল) হাঁ, শোন্ জাফর—তুই বলেছিলি, ঐ হাতে তোর জোর আছে,—খুব জোর—

জাফর। পরখ করুন, হুজুর।

ইরফান। তাই করব। পরখই করব। তোকে তলোয়ার দিছি—

জাফর। (তরবারি উঁচাইয়া) এই সে তলোয়ার, হুজুর—বলুন, হুকুম করুন, এ তলোয়ারের মান রাখি।

ইরফান। আচ্ছা, হুকুম করছি। আমি বাদশাহী চাই, জাফর, ও তখ্ত্ আমার চাইই। কিন্তু তখ্তের পথে অনেক কাঁটা গাছ জন্মে জঙ্গল করে রেখেছে—ঐ তলোয়ার দিয়ে সেই কাঁটার জঙ্গল তুই সাফ করে দে—

জাফর। জঙ্গল! কাঁটার জঙ্গল!

ইরফান। হাঁ, জঙ্গল, কাঁটার জঙ্গল। সেই জঙ্গল সাফ করতে হবে, জাফর। কাফুর, পেয়ালা দাও। (কাফুর কর্তৃক মদ্য-দান ও ইরফানের পান) বাদশা ওমার এক জঙ্গল, বান্দা

নাসিরুল্লা আর এক জঙ্গল। ঐ তলোয়ারে সে জঙ্গল সাফ করে দে—

জাফর। খালিফ ওমার!

ইরফান। হাঁ, তোর খালিফ ওমার। তার মাথাটা তুলে নে। অনেক দিন ধরে মাথাটা ধড়ের উপর বসে আছে—পল্‌কা মাথা, তলোয়ারের একটি চোটে খুট্ করে মাথাটা সরিয়ে নে।

জাফর। খালিফকে খুন! এ আমার দ্বারা হবে না।

ইরফান। হবে না কি, বান্দা? হবে না কি? (উঠিয়া জাফরের হাত ধরিল) আলবৎ হবে। এই তোর হাতের জোর! এই তোর গোলামি!

জাফর। কিন্তু খালিফ ওমার—সে যে খোদার প্রতিনিধি।

ইরফান। খোদ খোদা হলেও তার মাথা আমি চাই!

জাফর। হুজুর—

ইরফান। কিসের খালিফ সে! সেদিনকার চ্যাঙড়া ছোঁড়া, বুড়ো নাসিরুল্লার হাতে খেলার পুতুল সে। সে আবার খালিফ কি! কি করেছে সে? শুধু কেতাব আর কেতাব—খালিফী কি তাকে মানায়? প্রাণে ফুর্তি নেই, রস নেই—কেতাবের পোকা সে। পোকার হাতে বাদশাহী মানায় না, জাফর। সে পোকাকে টিপে মেরে ফেল্—কতই বা জোরের দরকার—কত ফন্দি! একটা পোকার প্রাণ বৈ ত নয়! ফৌজ আমার হাতে, আমিই ত বোগদাদের মালিক। বোগদাদ আমার—তখ্‌ত্ আমার। জাফর—

জাফর। মাপ করুন, হুজুর—মাপ—

ইরফান। মাপ! না পারিস ত 'জান দিবি—গোলামের গোস্তাকির সাজা পাবি।' বুঝলি জাফর, তুই ত এখন আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। দেখ্, পারবি? উজীরি তোর—দেখ বুঝে দেখ্—কি চাস্? উজীরি, না, মরণ?

জাফর। না হুজুর, উজীরি আমি চাই না। আমি ভিক্ষে করে খেতুম, আবার ভিক্ষে করে খাব। ভিখিরীর উজিরী সইবে না, আমায় মাপ করুন। ছেড়ে দিন।

ইরফান। ছেড়ে দেব? এখন আমার মৃত্যুর ঘরের চাবিটি তোর হাতে দিয়েছি, সেই চাবি নিয়ে তুই চলে যাবি? হাঃ হাঃ হাঃ! জাফর, আমি সরাপ খেয়েছি বটে, কিন্তু মাতাল হইনি—মাথা আমার ঠিক আছে। হয় এ কাজ কর্, নয় ত জাহান্নমে যা। (সবলে ধাক্কা দিল)

জাফর। এই জন্যই কি হুজুর, বান্দাকে গোলামি দিয়েছেন?

ইরফান। নৈলে কেন? কেন? ইরফানের কি কুত্তা ছিল না যে, তাকে দুখানা রুটি খেতে দেয়? আপনার মহালে ঠাঁই দেয়? বল্, এখন উজীরি চাস্, না, মরণ চাস্? বল্—

জাফর। না হুজুর, মরতে পারব না আমি; আমার এক মেয়ে আছে—আমি ছাড়া তার আর কেউ নেই, কেউ না। আমি মলে কে তাকে ভিক্ষে করে এনে খাওয়াবে! না হুজুর, আমার মরা হবে না। আমি মলে আমার সে মেয়ের দশা কি হবে?

ইরফান। মেয়ে! হাঃ হাঃ হাঃ—সে কথা বলিস্‌নে কেন? কত বড় মেয়ে? বেশ ডাগর ত? না, নেহাৎ পুঁচকে,—একটা মাটির ঢেলার মত?

জাফর। না হুজুর, তার বয়স হয়েছে। সে আমার চোখের তারা।

ইরফান। হুঁ—দেখতে কেমন? সুন্দরী?

জাফর। সুন্দরী! সুন্দরীর সুন্দরী সে। সে কথা কয়, যেন পাপিয়া ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে! তার রূপের কাছে আকাশের চাঁদকেও মলিন দেখায়। সত্যি মিথ্যে কি বলবো, হুজুর—আমার মা, সে আমার মা—তার তুলনা নেই!

ইরফান। আবার সুন্দরী! বা, সে কথা বলিস্‌ নে, কেন? কাফুর, পেয়ালা। (কথাবৎ কার্য্য) যা জাফর, তাকে নিয়ে আয়—আমার কাছে নিয়ে আয়।

জাফর। আমি তার বাপ, হুজুর—হুজুরের বান্দার মেয়ে সে!

ইরফান। তাকে আমি সাদী করব! যা, নিয়ে আয়।

জাফর। সাদী?

ইরফান। হাঁরে উল্লুক, সাদী, সাদী! কস্‌বি নয়—সবার উপরে থাক্‌বে সে—সবার সেরা হবে।

জাফর। কসম কচ্ছেন?

ইরফান। কসম! এই কোরাণ ছুঁয়ে শপথ করছি, তোর মেয়েকে আমি সাদী করব—কাফুর, তার সাক্ষী থাক।

কাফুর। আমি সাক্ষী রইলুম।

ইরফান। যা এখন—যদি ভাল চাস্, নিজের ভাল চাস, মেয়ের ভাল চাস ত, তাকে নিয়ে আয়।

জাফর। হুজুর, গোলামের উপর এত দয়া! রুমেলা হুজুরের বিবি হবে?

ইরফান। চাই কি, বোগ্দাদের বেগমও হতে পারে। সে ত তোরই হাতে। দেখ্—

জাফর। হবে হুজুর, সব হবে। মেয়েকে আমি হুজুরের পায়েই এনে দেব।

ইরফান। আর খালিফ?

জাফর। খালিফের শিরও নেব, হুজুর—তাই হবে। কিন্তু কি করে অত দূর পৌঁছুব, হুজুর? হয়েছে,—হয়েছে। হুজুর ব্যবস্থা করতে পারেন না? আমি ভেল্কি খেলা জানি—এক মুর যাদুকরের কাছে শিখেছিলুম।

ইরফান। বেশ! আমি যাদুকর বলে বাদশার কাছে তোকে পৌছে দেব—তুই তোর যাদু দেখাতে দেখাতে কাজ হাসিল করবি! বাঃ, তোফা হয়েছে—কেমন?

জাফর। তাই হবে, হুজুর—

ইরফান। এই কথা তবে—? কাফুর, জাফরের বাড়ী বাঁদী পাঠাও, খোজা পাঠাও, তাঞ্জাম পাঠাও—আমার নতুন বিবিকে ঘটা করে নিয়ে আসুক। এস, সব বন্দোবস্ত করি।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষ।

গুলনার ও মণিয়ার প্রবেশ

গুলনার। ছিঁড়ে ফেল্, ছিঁড়ে ফেল্, এ ফুলের হার, ফুলের সাজ। এ আমার গায়ে কাঁটার মত বিঁধছে, মণিয়া। দুর্ভাগিনী উপেক্ষিতা নারী,—এ হার তাকে মানায় না।

মণিয়া। এত অধীর হয়ো না, বিবিসাহেব—

গুলনার। এখনও তুই ধৈর্য্য ধরতে বলিস, মণিয়া? কি আশায়? কিসের ভরসায়?

মণিয়া। আমি তোমায় কি উপদেশ দেব, বিবিসাহেব—আমি ত তোমারই হাতে গড়া। আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়,—এমন রূপ উজীর সাহেবের চোখে লাগে না!

গুলনার। ছাই রূপ! রূপের কথা আর আমার কানে তুলিস নে, মণিয়া। এই ভরা যৌবন নিয়ে যে নারী তার স্বামীর সামনে দাঁড়াবার অধিকারটুকুও পায় না, তার আবার কিসের রূপ!

মণিয়া। একটি বার দেখা দেওয়া, তারও ফুরসৎ হয় না? হারে কঠিন নিষ্ঠুর জাত—

গুলনার। এখনও আমার সারা অঙ্গ কেঁপে কেঁপে উঠছে। আমি আমার অপমান সইতে পারি, কিন্তু এই নিষ্ঠা, এই প্রেম,—এর অমর্য্যাদা—সে আমার অসহ্য, মণিয়া।

মণিয়া। বিবিসাহেব—

গুলনার। থেকে থেকে আমার প্রাণের মধ্যে যেন শয়তান জেগে ওঠে! সে কি বলে, জানিস? সে বলে, জাগ্ নারী—তোর এ অতৃপ্ত সাধ-আশার জ্বালা নিয়ে জেগে ওঠ্! চূড়ান্ত প্রতিশোধ নে! পুরুষকে দেখা, যে রূপের শিখায় মঙ্গল দীপটি জ্বেলে দুনিয়ায় তুই স্নিগ্ধ আলো দিতে পারতিস, সেই শিখায় প্রলয়ের আগুন জ্বেলে সারা দুনিয়াটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতেও পারিস! যে প্রেমের ধারা শান্ত প্রবাহে বেয়ে চলেছে, সেই ধারাকে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল করে ভৈরব নৃত্যে দুনিয়ার দুই কূল ভাসিয়ে দিয়ে যা!

মণিয়া। তোমার মুখে এ কথা সাজে না, বিবিসাহেব—

গুলনার। ভয় নেই, মণিয়া—আমি নারী, সে কথা আমি ভুলে যাই নি। পরের উপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে নিজেকে ধ্বংশের মুখে এগিয়ে দেব, সে দুঃসাহস আমার নেই! নারী চিরদিনই ভীরু। দুঃখ পেলে সে প্রতিশোধ নেয় না, মৌন বেদনায় শুধু অশ্রু ত্যাগ করে।

মণিয়া। তুমি ও সব ভেবে আর মিছে কষ্ট পেয়ো না, বিবিসাহেব। জেনো, এ নিষ্ঠার একটা পুরস্কার আছেই। আজ মোহে অন্ধ হয়ে যে এ নিষ্ঠা দেখছে না, বুঝছে না—সুধা বলে বিষ পান করে ক্ষণিক-তৃপ্তি-সুখে বিভোর হয়ে আছে, কাল যখন সে বিষের তেজে সে জর্জ্জরিত হয়ে পড়বে, তখন জুড়োবার জন্য এই অগাধ প্রেমের নির্ম্মল অনাবিল সাগরে এসেই ঝাঁপ

দেবে ! তুমি ভেবো না, বিবিসাহেব, মনকে উতলা করো না। ও-সব ভুলে যাও। আমি গান গাই, শোন দেখি—

গুলনার। না, না—উতলা কিসের ! গা তুই—

মণিয়া। শোন তবে বিবিসাহেব, কবি কি বলেছেন ! ব্যথিতা নারীকে সান্ত্বনার কি মধুর আশ্বাস দিয়েছেন, শোন—

গীত

ভোরের বাতাস, ওরে, কোথা যাস্—
যাস্ বঁধুয়ারই দেশে,—
লুটিয়া আনিস্ কস্তুরী-বাস,
মাখানো বঁধুরই কেশে !
পশিতে সে ঘরে যদি না পারিস্,
ওরে, সে দ্বারের ধূলা এনে দিস্,—
সেই সে ধূলার কাজল, দেখিস্,
নয়নে মাখিব হেসে !
দলিয়াছে বঁধু, দলিয়াছে পায়,
দলে সুখী যদি,—কি খেদ তায় ?
আমি জানি, বঁধু আসিবে নিশায়,
স্বপনে মোহন-বেশে !

গুলনার। সুন্দর গান, মণিয়া। চ' বাগানে যাই। তুই গান গাবি, আমি বসে শুনব—প্রাণের জ্বালা যদি কিছু জুড়োয় !

মণিয়া। তাই চল, বিবিসাহেব। সে বেশ হবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

জাফরের গৃহ-সম্মুখস্থ কানন-ভূমি। কাল, অপরাহ্ন।

রুমেলা বেড়াইতে বেড়াইতে গান গাহিতেছিল।

রুমেলা। গীত

এ মন-মাঝে
এ কি এ রাগিণী বাজে,
মধুর মদির ললিত সুরে। বিপুল সুখ রাজে!
পবন স্নিগ্ধ বহিছে মন্দ, দিকে দিকে ছোটে কুসুম-গন্ধ।
শান্ত অম্বর, ভরি চরাচর
এ কি শান্তি বিরাজে!
আলোকে-আঁধারে মধুর মিলন,
আধেক স্বপন, আধ-জাগরণ।
ফুটিছে তারা, গাহিছে পাখী,
আবেশ মুদি' আসে দু'আঁখি!
পুলক-প্লাবনে ছেয়ে দেছে মনে,
আজি প্রশান্ত সাঁঝে!

ফতেমার প্রবেশ

ফতেমা। আবার গান! ওরে, চুপ কর্, চুপ কর্,—অমন করে চেঁচিয়ে গাস্ নে। কোথায় কোন্ কানাচের ধারে

মেয়ে-ধরা জুজু বসে আছে! তোর ও চাঁচা গলা শুনে এখনই এসে ধরে থলেয় পুরে নিয়ে যাবে!

রুমেলা। তুই থাম্ বুড়ী, জ্বালাস্ নে। আমি গাইব. বেশ করব, গাইব।

ফতেমা। অমন বুদ্ধি করিস্ নে রে, অমন বুদ্ধি করিস্নে। ঐ বুদ্ধির দোষেই তোর সৎমাকে তারা ধরে নিয়ে গেল।

রুমেলা। চুপ কর্,—যখন-তখন তাঁর কথা তুই অমন করে তুলিস্ নে। সৎ হোক, যেই হোক্, তবু সে আমার মা।

ফতেমা। ওরে তোর বাপের মানা

বাপের মানা আছে। সে বলেছে কি,

ভারী হুঁসিয়ার! মেয়ে যেন আমার ঘরে

না যায়, আর গানটি না গায়!

রুমেলা। কেন, বাবার সামনে ত আমি কত দিন গেয়েছি। বাবা ত কোন দিন বারণ করেনি।

ফতেমা। ওরে, সে হল জোয়ান মরদ। সে ঘরে থাকলে আমাদের এই এক হাত বুক দশ হাত হয়। তার সামনে যত পারিস, গাস্—আড়ালে নয়। জানিস্ নে ত, মেয়ে ধরার দল কি রকম ওৎ পেতে ঘোরে, আর এই গান শুনেই তারা মজে, মজে' মজায়। এদিকে ত তোর বাপকে কোথায় ধরে নিয়ে গেল! এখন তার গর্দানাই নেয়, কি, চোর বলে কয়েদ করে রাখে—

রুমেলা। বুড়ী, তোর বড় বাড় হয়েছে! আমার বাপকে তুই চোর বলিস্! বাবা চোর?

ফতেমা। আরে তোবা, তোবা, আমি কি বলেছি! এই বলছিল, ও পাড়ার দোকানী মিন্সে। আমি আরও পাঁচ কথা শুনিয়ে দিলুম, বললুম, আসুক সাহেব বাড়ী, তোর দাড়ী উপড়ে তবে ছাড়ব। পাজী মিন্সে, নচ্ছার মিন্সে! সেদিন দুটো আপেল খেতে চেয়েছিলুম, তা বললে কি, জানিস? বললে, ও পোড়া গালে আপেল রুচবে কেন, খড় খেগে যা! আমি কি না দামড়ী, যে খড় খাব! আ মর, মিন্সে!

জাফর। রুমেলা—

[illegible] বাবা—

[illegible] এ্যা—মিয়া সাহেব! ওগো, মিয়া সাহেব গো—কি পোষাক গো—

জাফরের প্রবেশ

ওগো, বাঁচলুম গো, তুমি ঘরে ফিরে এসেছ! আমি ভাবলুম, বুঝি, তোমার গর্দ্দানাই বা নেয়! ওগো, এমন চুরিও করে—

জাফর। চোপ্ মাগী—বড় তোর মুখ হয়েছে! আমি চোর!

ফতেমা। ওগো, তুমি কেন চোর হবে গো? চোর ঐ ও পাড়ার দোকানী মিন্সে! মিন্সে বলছিল—মিন্সের ছাগল-দাড়ী

উপড়ে দাওগো। মিন্সের বড় তেজ হয়েছে—আপেল-আখরোট বেচে মিন্সের ভারী ঝাঁজ মেজাজ হয়েছে! আমার মিয়া সাহেব চোর! তুই চোর, তোর বাপ চোর, তোর দাদা চোর!

জাফর। তুই চুপ কর্। রুমেলা—

রুমেলা। এ কি বাবা! এ পোষাক আবার তোমার গায়ে কি করে এল! এটা কি, বাবা—তলোয়ার?

জাফর। হাঁ, না।

রুমেলা। এর এ খাপটা রূপোর?

জাফর। হাঁ। আজই রাত্রে দেখবি, এ খাপ সোনার হবে।

রুমেলা। সোনার!

জাফর। হা, সোনা! এ কি সোনা! [illegible] গাটুকুও হীরে-জহরতে ভরে যাবে।

রুমেলা। হীরে-জহরত?

জাফর। হাঁ, হীরে-জহরত। আজই রাত্রে তোর বিয়ে হবে। অবাক হচ্ছিস? বুঝতে পারছিস না?

রুমেলা। না, বাবা। বিয়ে!

জাফর। হাঁ রে বিয়ে। ফতি, তুই এক কাজ কর, আমার সেই ভেল্কি দেখানোর পোষাকটা নিয়ে আয়।

ফতেমা। সেই আলখাল্লা?

জাফর। হাঁ—যা, নিয়ে আয়! (ফতেমার প্রস্থান) বুঝলি রুমেলা, খোদা মুখ তুলে চেয়েছেন। তোর এই রূপ—এইবার যোগ্য বর, এই রূপে তুই আলো করবি। এখানে

একলাটি থাকিস, নিজের কাজ নিজে করিস—আর কিছু করতে হবে না! হাজার বাঁদী-বান্দা তোর ফরমাস খাটবার জন্য হামেহাল হাজির থাকবে। হাঃ হাঃ হাঃ! রুমেলা, তোর যখন যা মর্জ্জি হবে, তাই করবি। বুঝতে পারছিস না? উজীর ইরফান সাহেব তোকে সাদী করবে।

রুমেলা। উজীর ইরফান!

জাফর। হাঁরে, উজীর ইরফান। আজ উজীর আছে, কাল সে বোগদাদের খালিফ হবে। আর তুই বোগদাদের বেগম হবি, আমি হব উজীর।

রুমেলা। বাবা—

জাফর। কেন মা?

রুমেলা। আমি বিয়ে করব না, বাবা।

জাফর। পাগল মেয়ে! বিয়ে করবি না কি! আজই রাত্রে বিয়ে—কাজী সাহেবের কাছে এত্তেলা গেছে। সব ঠিক। এখনই তোকে নিতে আসবে। কত জাঁক, কত জমক—উজীর সাহেবের বৌ হবি—

রুমেলা। না বাবা, ইরফান সাহেবকে আমি বিয়ে করব না।

জাফর। রুমেলা—

রুমেলা। তোমার পায়ে পড়ি, বাবা।

জাফর। এ সব কথা শুনবো না, আমি। এ তুই কি বলছিস! এতটুকু মেয়ে—এ সব কথা আমার মুখের পানে চেয়ে তুই বলতে পারছিস! আদরে আদরে তুই একেবারে

বিগড়ে গেছিস। এ ত ভাল নয়। ইরফান সাহেবের বৌ হবার জন্য লক্ষ লক্ষ মেয়ে খোদার কাছে মানত করছে! সেই ইরফান সাহেব নিজে সেধে বিয়ে করতে চাইছে—সবার সেরা হবি, আদরে ঐশ্বর্য্যে ডুবে থাকবি—দু'দিন পরে বেগম হবি—এ বুঝছিস না?

রুমেলা। না বাবা, আমি বেগম হতে চাইনে। ঐশ্বর্য্য চাইনে, কিছুই চাইনে। আমি যেমন তোমার মেয়ে আছি, আমায় তুমি তেমনি থাকতে দাও। এই ঘর—এই বাড়ী—

জাফর। একটা পাতার কুঁড়ে—ভাঙ্গা চালে হাজারটা ফুটো; গ্রীষ্মে প্রচণ্ড রোদ হু-হু করে ঢুকছে, বর্ষায় বৃষ্টির জল ঝর্ণার মত হাজার ধারে ঝরে পড়ছে, শীতে ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া এসে হাড় অবধি ঝনঝনিয়ে দিচ্ছে—বড় সুখ,—না?

রুমেলা। হোক্ অসুখ, বাবা—তবু এই ভাঙ্গা ঘরই আমার বেহেস্ত্! গ্রীষ্মের সে রোদ চাঁদের আলোর মতই আমার ঠাণ্ডা বোধ হয়, শীতের কনকনে হাওয়াও বড় মিষ্টি লাগে! এই ঘরে আমার মা একদিন থাকত, এই ঘরেই মা আমার চির-বিদায় নিয়েছে। এই ঘরে তোমার আদরে আমি এত বড় হয়েছি। বাবা—(স্বর গাঢ় হইয়া আসিল)

জাফর। আর আমার কথা ভাবছিস না, একবার? একবারও মনে হচ্ছে না, যে, তোর বুড়ো বাপ বুকের মধ্যে দুখের আগুন পুষে চারটি অন্নের কাঙ্গাল হয়ে যার-তার কাছে হাত পেতে বেড়াচ্ছে—পথের ভিখিরী হয়ে দিন কাটাচ্ছে—গ্রীষ্মের

রোদে তার মাথা ফেটে যাচ্ছে, বর্ষার জলে ভিজে সে সারা হচ্ছে— তবু তোরই মুখ মনে করে এত কষ্টকেও কষ্ট বলে গ্রাহ্য করছে না! আর এতে তোর কত ভাল হবে, তা বুঝছিস না? একবার ভেবে দেখ—তোর সুখ হবে, ঐশ্বর্য্য হবে, তোর বুড়ো বাপের দুঃখ ঘুচে যাবে!

রুমেলা। তোমার পায়ে পড়ি বাবা,—আমি যদি এতই ভার বোধ হয়ে থাকি, আমার জন্যই যদি তোমার এত কষ্ট—তা হলে তোমার পায়ে ধরি, বাবা, তুমি কবর খুঁড়ে তার ভিতর আমায় মাটী চাপা দিয়ে পুঁতে ফেলো। তুমি পরিত্রাণ পাবে।

জাফর। হায়রে নসীব! এই জন্যই কথায় বলে, ছেলে-মেয়েরা কি মা-বাপের দুঃখ বোঝে, না, দরদ করে! তাদের ভালর জন্য যে মা-বাপ কষ্টকে কষ্ট বলে গ্রাহ্য করে না—

রুমেলা। বাবা—(জাফরের বুকে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।)

জাফর। কাঁদছিস? কাদ্! তবু আমি হঠব না। তোর কিসে ভাল হয়, তা তোর চেয়ে ঢের বুঝি আমি।

পোষাক প্রভৃতি লইয়া ফতেমার পুনঃ-প্রবেশ

ফতেমা। এই নাও, মিয়া সাহেব। এ কি—রুমেলা কাঁদছে?

জাফর। কাঁদুক। আস্কারা পেয়ে পেয়ে রুমেলা ভারী অবুঝ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উজীর ইরফান সাহেবের সঙ্গে সাদী হবে, ওর তাতে মত নেই, তাই কাঁদছে।

ফতেমা। ওমা, এমন পাগলও মানুষে হয়! ইরফান সাহেবের বিবি! কি বলব, বয়স নেই, আর খোদা রূপ দিতে ভুলে গেছে, না হলে অমন লোককে একদিনের জন্যও স্বোয়ামী পেলে বর্তে যাই—সেই উজীর সাহেবের বৌ হবি, সে ত কত ভাগ্যির কথা! এতে কাঁদে? ছি রুমেলা,—শুনে যে আমার নাচতে ইচ্ছে হচ্ছে। যাই ত, এবার ঐ দোকানী মিন্সের দাড়িগুলো পড়্‌পড়্‌ করে উপড়ে দিই গে। না, কাঁদে না—ছিঃ!

রুমেলা। আমি ইরফানকে বিয়ে করতে চাই না, ফতি।

জাফর। চাই না! চাস্‌ না তুই! কিন্তু আমি চাই যে। এ বিয়ে দিতেই হবে। আচ্ছা, কেন বিয়ে করবি না, বল্‌। না, মাথা নীচু করলে চলবে না, বলতেই হবে। না হলে এই তলোয়ার এখনই নিজের বুকে বসিয়ে দেব। আমি বড় গলা করে কথা দিয়ে এসেছি, সে কথার খেলাপ হবে?

রুমেলা। আমি গরিবের মেয়ে, বাবা—গরিবের ঘরই আমার ঘর।

জাফর। ও সব বাজে কথা আমি শুনছি না। একরত্তি মেয়ে, বাপ যার হাতে তুলে দেবে, তার হাতেই তোকে যেতে হবে। ইরফানকে তোমায় বিয়ে করতেই হবে। এখনই তার ওখান থেকে তোমায় সব নিতে আসবে। তৈরী হয়ে নাও। মুছে ফেল চোখের জল—ওতে আমি ভুলব না। আমার জান কড়া হয়ে গেছে, চোখের জলে তা নরম হবে না।

রুমেলা। বাবা—

জাফর। না, কোন কথা নয়।

(নেপথ্যে কোলাহল) ঐ বুঝি তারা এল। ফতেমা দেখ্ ত' কি! (ফতেমার প্রস্থান)

ভয়-চকিতভাবে পুনঃ-প্রবেশ

ফতেমা। ওরে বাবা—গ্যাটা গোটা সব মিন্সে দোরে হাজির। মাথায় টুপি, কোমরে তরবাল আঁটা- -আবার সঙ্গে এক চিত্তির-বিচিত্তির-করা নৌকো—ওমা, ডাঙ্গায় নৌকো চালাবে না কি? এঁ্যা—!

তুইজন বাঁদীর প্রবেশ

বাঁদী। (সেলামান্তে) হুজুর-মালিকের নামে উজীর সাহেব চিঠি দিয়েছেন।

জাফর। দাও। (বাঁদীর হাত হইতে পত্র লইয়া পাঠ ও পাঠান্তে) তাঞ্জাম হাজির?

বাঁদী। হাজির। (সেলাম)

জাফর। আচ্ছা, তোমরা তৈরি হও। আমি একে নিয়ে যাচ্ছি। (বাঁদীদ্বয়ের প্রস্থান)

রুমেলা। বাবা—

জাফর। রুমেলা, মা,—অবুঝ হয়ো না। এস।

রুমেলা। বাবা, তোমার পায়ে পড়ি, বাবা।

জাফর। না, কোন কথা নয়—আমি কোন কথা শুনব না। এস। আমি নিজেই তোমায় তাঞ্জামে তুলে দিচ্ছি।

(রুমেলাকে লইয়া প্রস্থান)

ফতেমা। এ কেমন মেয়ে গো—এ্যা! আহাহা, কি বলব, বয়স নেই! না হলে—হ্যারে নসীব—যখন বয়স ছিল, তখন কি পোড়া ইরফান সাহেব মরে ছিল, না, তার চোখে ফোটে নি? কেন, মন্দই বা কি? বলি, চলনসই ত বটে! এই এর উপর ফের-ফার দিয়ে ঘাগরা পরলে ওড়না চড়ালে বাহার কি কম খোলে! কত যুবোর মাথা ঘুরে যায়! যায়ই ত! চোখে একটু না হয় ছানিই পড়েছে, তা বলে বাঁকা চাউনি কি চাইতে জানিনে? (কটাক্ষ-অভিনয়) তবে? নসীব! নসীব!

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

দরবার-গৃহ।

সিংহাসনোপরি খালিফ ওমার। নাসিরুল্লা, অমাত্যগণ ও বিভিন্নদেশীয় দূতগণ।

নাসিরুল্লা। তার পর ত্রিপোলির রাজা-বাহাদুর আমাদের শাহানশার বন্ধুত্ব-প্রয়াসী হয়ে এই দূতের হাতে মণি-মাণিক্য সওগাত পাঠিয়েছেন।

(ত্রিপোলি-দূত-কর্তৃক উপহার-প্রদান—খালিফের তাহা স্পর্শ-করন)

খালিফ। ত্রিপোলি-রাজকে আমার বহুৎ বহুৎ সেলাম জানাবেন। তাঁর বন্ধুত্ব আমি শ্লাঘ্য বোধ করি। উজীর সাহেব, ত্রিপোলি-দূতকে আসন প্রদান করুন।

(নাসিরুল্লা-কর্তৃক প্রদর্শিত আসনে ত্রিপোলি-দূতের উপবেশন)

নাসিরুল্লা। ইরাণের বাদশা বাহাদুর শাহানশাকে বাঁদী উপহার পাঠিয়েছেন। ইরাণ-নারী রূপে ভুবনমোহিনী, নৃত্যো-গীতেও অসাধারণ তাদের লীলা-কৌশল।

ইরাণ-দূত। বাঁদী—

একদল বাঁদীর প্রবেশ

(সকলে খালিফকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল)

ইরাণ-দূত। শাহানশার আদেশ পেলে নৃত্য-গীতের একটু কৌশল দেখিয়ে এরা কৃতার্থ হয়।

খালিফ। দরবার-গৃহে! তা—বেশ্—

বাঁদীগণ। গীত

ভালবাসিতে মানা।
হাসি যদি আসে মুখে, মুখ ফেরা না!
হায়, এ উদাস প্রাণে, ফুলশর শর হানে,—
ফুল ফোটে, পাখী ডাকে,—এ কি যাতনা!
পিয়াসা পরাণে জাগে—রুধি কি দিয়া?
কেবলই জ্বলিছে ধু-ধু অধীর হিয়া।
কোথা বারি! দেবে কে সে! পিয়াসা মিটাবে, এসে!
হতাশ কাঁদিয়া কহে, "কেহ না—কেহ না।"

খালিফ। বড় করুণ আক্ষেপ! আহা, অভাগিনী বাঁদীর দল! তোমাদের গুণপনায় আমি বিশেষ প্রীত হলুম। তারই পুরস্কার-স্বরূপ তোমাদের মুক্তি দিলুম। যাও সুন্দরীগণ, তোমরা মুক্ত! ইরাণ-দূত, তোমার বাদশাকে আমার বহুৎ বহুৎ সেলাম দিয়ে বলো, তাঁর এ উপহার সসম্ভ্রমে আমি গ্রহণ করেছি। উজীর সাহেব এঁদের প্রত্যেককে পাঁচ হাজার আসরফি পুরস্কার-স্বরূপ দিয়ে সসম্মানে প্রাসাদ থেকে বিদায় দেবেন।

অমাত্য। (সেলামান্তে) আপনারা আসুন।

(বাঁদীগণ ও অমাত্যের প্রস্থান)

খালিফ। দূতগণেরও বিশ্রামের আয়োজন করে দিন, আপনারা। আজ সভা ভঙ্গ হোক।

(নাসিরুল্লা ও খালিফ ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

নাসিরুল্লা। শাহানশা! অনুমতি হয় ত একটি নিবেদন করি।

খালিফ। অনুমতি, নিবেদন! এ সব সম্মানসূচক অভিবাদন আমায় কেন? এখানে ত উপস্থিত কেউ নাই। আপনি আমার গুরু, পুত্রের প্রতি পিতা যেমন আদেশ করেন, সেইরূপ আদেশ করুন।

নাসিরুল্লা। নারীজাতির প্রতি এখনও এমন বিদ্বেষ-প্রদর্শন, তোমার পক্ষে কি অন্যায় নয়? সহধর্ম্মিণী ভিন্ন মনুষ্য-জীবন যে পূর্ণ নয়, এ জ্ঞান কি তোমার আজও হয়নি?

খালিফ। উজীর সাহেব, এই ফুলটী দেখ্‌ছেন? এই ফুটন্ত গোলাপ,—পৃথিবীর সমস্ত রমণীর পবিত্রতা এক করলেও এর পবিত্রতার তুল্য হয় না। এই ফুল স্পর্শ করে শপথ কচ্চি, আজই রাত্রে আমার জীবন-সঙ্গিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে আপনার চরণ-বন্দনা করব!

নাসিরুল্লা। তাহলে তোমার মানস-প্রতিমার দর্শন পেয়েছ?

খালিফ। পেয়েছি। আপনি যখন খতিয়ান খুলে রাজ্যের হিসাব-নিকাশের মধ্যে সব ভুলে বসেছিলেন, সেই ফাঁকে দুনিয়ার খানিকটা আমি দেখে নিয়েছি। সেই দুনিয়ারই একটা কোণে এক নির্জ্জন কাননে এমন একটা ফুল দেখেছি, রূপে যা অনুপম, সৌরভে যা অতুল। আজই সূর্য্যাস্তের পর তাকে আমি রাজ্যেশ্বরীর মর্য্যাদা দিয়ে প্রাসাদে নিয়ে আস্‌ব।

নাসিরুল্লা। কে সে ভাগ্যবতী, ওমার?

খালিফ। কে! (পুষ্পের আঘ্রাণ লইয়া) আমার স্বপ্নের সহচরী, আমার হৃদয়ের অধীশ্বরী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু।...দরবার আরম্ভ হোক।

(নকিব ফুকারাইল)

ইরফানের প্রবেশ

ইরফান। (অভিবাদন করিয়া) ধর্ম্ম-রক্ষক, প্রজা-পালক, খোদার প্রতিনিধি, বাদ্‌শার বাদ্‌শা, হিসাব-নিকাসের জন্য

এ গোলামের উপর যে পরোয়ানা জারি করা হয়েছে, বহু সম্মানে গোলাম তা গ্রহণ করেছে, আমার হিসাব-নিকাশ প্রস্তুত, অনুমতি হলে কালই দ্বিপ্রহরে তা দরবারে হাজির করব।

খালিফ। উত্তম। আর কি-কি কাজ আছে?

অমাত্য। অদ্যকার প্রথম বিচার্য্য, সেখ সন্‌ফদ বলে এক ডাকাত গ্রেপ্তার হয়েছে। ইরফান আলি সাহেবই তাকে গ্রেপ্তার করেছেন।

ইরফান। শাহানশা, স্বর্গীয় বাদ্‌শা বাহাদুরের আদেশে ডাকাতের দল বোগ্‌দাদ থেকে নির্ব্বাসিত হয়েছিল, এখানে তাদের পুনঃ-প্রবেশও নিষিদ্ধ—কিন্তু এই দস্যু সে নিষেধ অবজ্ঞা করে বোগ্‌দাদে নিত্য যাওয়া-আসা করে—তাই তাকে গ্রেপ্তার করে এখানে এনেছি। অনুমতি পেলে দরবারে আনয়ন করি।

খালিফ। আস্‌তে বল।

(ইরফান ইঙ্গিত করিল)

দুইজন অনুচরের স্কন্ধে ভর দিয়া

সেখ সন্‌ফদের প্রবেশ

এ কি! তুমি অপরের স্কন্ধে ভর না দিয়ে চল্‌তে পার না?

সন্‌ফদ। জাঁহাপনা, গোলামের এ উচিত শাস্তি,—পাপের যোগ্য প্রতিফল।

খালিফ। তুমি দস্যু?

সন্‌ফদ। সে কথা আমি অস্বীকার করছি না, জাঁহাপনা। আমি দস্যু ছিলাম, তবে আজ আর দস্যু নই।

খালিফ। তোমার বোগ্দাদে পুনঃ-প্রবেশের কৈফিয়ৎ কি?

সন্‌ফদ। জাঁহাপনা, আমি বোগ্দাদে আসি, মস্‌জিদে খোদার কাছে দোয়া মাগতে! এ জীবনে অনেক পাপ করেছি, অনেক কালি মেখেছি, তাই খোদার কাছে চোখের জল ফেলতে আসি, সে কালি যদি কিছু মোছে—এই আশায়, এই ভরসায়। আমার সে পাপের ধন গরীব-দুঃখীকে বিতরণ করছি। সে ধনের যদি কিছু সার্থকতা হয়!

খালিফ। এ কথা আর কেউ জানে?

সন্‌ফদ। মস্‌জিদের ইমাম সাহেব জানেন। জাঁহাপনার পায়ে আমার এই আরজ, যেন জীবনের বাকী কটা দিন বোগ্দাদেই আমি থাকতে পাই! বোগ্দাদের বাতাসেই যেন আমার শেষ নিশ্বাসটুকু মিশিয়ে দিতে পারি, বোগ্দাদের মাটিতেই যেন আমার মৃত্যুর পর, এই হাড় কখানা ঠাঁই পায়।

খালিফ। ইরফান সাহেব, ইমামের কাছে সন্ধান নিন, এর কথা সত্য কি না! তোমার কথা যদি সত্য হয়, তাহলে তোমার এ প্রার্থনা পূর্ণ করব। যতক্ষণ না সে সংবাদ আসে, ততক্ষণ তোমায় কারাগৃহে থাকতে হবে।

সন্‌ফদ। (নতজানু হইয়া) এত অনুগ্রহ, জাঁহাপনা! গোলাম বেশী কি বল্‌বে,—খোদার কাছে প্রার্থনা করি, বোগ্দাদের

খালিফ বাহাদুর সারা দুনিয়ার খালিফ হোন্! দুনিয়ায় তা হলে দুঃখ থাকবে না। (প্রহরী-বেষ্টিত সনফদের প্রস্থান)

খালিফ। আর কি খপর, ইরফান সাহেব?

ইরফান। আর এক আরজ আছে, জাঁহাপনা। মুর দেশ থেকে এক যাদুকর এসে বোগদাদে আপনার ক্রীড়া-কৌশল দেখাচ্ছে। তার ক্রীড়া-কৌশল অপূর্ব্ব। তা দেখে বোগদাদের যাদুকররা কোতোয়ালে এক দরখাস্ত পেশ করেছে, তাকে যেন বোগদাদে ক্রীড়া-কৌশল দেখাতে নিষেধ করা হয়।

খালিফ। অন্যায় আবেদন! বোগদাদ চিরদিন অতিথি-পরায়ণ—তার সে আতিথ্য ক্ষুণ্ণ করবেন না। এ ব্যক্তি যাতে নির্ব্বিঘ্নে বোগদাদে আপনার ক্রীড়া-কৌশল দেখাতে পারে, আপনি তার বন্দোবস্ত করে দেবেন। কৈ সে মুর যাদুকর?

মুর যাদুকর বেশে জাফরের প্রবেশ

তুমি যাদুকর?

জাফর। (অভিবাদনান্তে) আমি জাঁহাপনার গোলাম।

খালিফ। এখন আমাদের অবসর আছে। দেখি, কেমন অপূর্ব্ব তোমার ক্রীড়া-কৌশল।

জাফর। জাঁহাপনার আদেশ শিরোধার্য্য। (বিচিত্র ধ্বনি করিয়া বিচিত্র বর্ণের বস্ত্রখণ্ড জালের মত ছড়াইয়া দিল। সহসা সভামধ্যে বিজলী খেলিয়া গেল)

খালিফ। এ কি! আকাশে মেঘ নেই—এ বিদ্যুৎ হল কি করে? অদ্ভুত কৌশল বটে।

(সিংহাসন হইতে নামিয়া নিকটে আসিলেন)

জাফর। এইবার দেখুন জাঁহাপনা, এই সাজানো সভা পরীস্থানে পরিণত করি—

[দুই-তিন লম্ফ দিয়া নৃত্য করিয়া বস্ত্রখণ্ড ছড়াইয়া দিল। সহসা পট-পরিবর্ত্তন। পরীস্থানের দৃশ্য সুপ্রকাশ ও নিমেষে তাহা অন্তর্হিত হইল]

খালিফ। তাইত! আশ্চর্য্য!

জাফর। হুকুম হয় ত—আর এক খেলা দেখাই, জাঁহাপনা—

খালিফ। দেখাও।

জাফর। এই দেখুন, জাঁহাপনা—ছোট একখানা ছুরি। (ছুরিকা দেখাইল) এই ছুরি ঘুরিয়ে বাতাস চিরে দেব। বিচিত্র ফোয়ারার সৃষ্টি হবে—রঙ-বেরঙের জল হু-হু করে ঝরে পড়বে। (ছুরি ঘুরাইতে ঘুরাইতে সহসা খালিফের বক্ষে তাহা বসাইয়া দিল। কিন্তু তাঁহার কঠিন বর্ম্মে ঠেকিয়া ছুরি ঠিকরিয়া পড়িয়া গেল)

খালিফ। (সবেগে জাফরের হাত ধরিয়া) শয়তান—

নাসিরুল্লা। কমবখ্‌ত্‌!

ইরফান। কুত্তাকে কোতল করবার হুকুম দিন, জাঁহাপনা—

খালিফ। একে বন্দী কর।

(নাসিরুল্লা আসিয়া জাফরের হাত ধরিল, প্রহরী বন্দী করিল)

নাসিরুল্লা। খোদা জাঁহাপনাকে দীর্ঘজীবি করুন!

খালিফ। কেন তুই এ কাজ করলি, শয়তান?

জাফর। (উন্মাদের মত চাহিয়া) করেছি। কেন—কি করেছি? আমি কিছুই জানি না, জাঁহাপনা। (চোখ মুছিল) আমি জেগে আছি?' না, না—হাঁ, ঐ যে জাঁহাপনা, ঐ—ঐ—না —না, আর ঐ সব কারা? কারা? ঐ ইরফান! শয়তান! না, আমি জেগেই আছি, জেগে। স্বপ্ন নয়। তাই ত—কেন করলুম—হাঁ, আমি বলছি, বলছি। ঐ শয়তানের শলায় এ কাজ করেছি—ঐ ইরফানের শলায়। পাজী, মুখ ফেরাচ্ছিস কেন? ওরই শলায়—ওরই কুপরামর্শে, জাঁহাপনা-

ইরফান। কমবখ্‌ত্‌ পাগলের ভাণ করছে, জাঁহাপনা।

জাফর। পাগল! বাহবা—ইরফান সাহেব! পাগল! কে পাগল? আমি, না, তুমি?

ইরফান। স্থির হ, বেয়াদব।

খালিফ। স্থির হও। বল, সত্য কথা বল—কে তোমায় এ পরামর্শ দিয়েছিল? বল।

জাফর। বললুম ত, জাঁহাপনা। এই শয়তান—এই ইরফান। হাঁ, জাঁহাপনা, এই শয়তান। ও আমার মেয়েকে সাদী করতে চেয়েছিল,। বলেছিল, বাদশাকে আমি কোন ছলে যদি খুন করতে পারি, ত—হাঁ, হুজুর, খুন,—

তা হলে ও আমার মেয়েকে সাদী করবে, নিজে বাদশা হবে, আমার মেয়েকে বেগম করবে, আমায় উজীরি দেবে। বড় লোভ দেখিয়েছিল,' জাঁহাপনা। আমার এক মেয়ে, মা-মরা মেয়ে—আর আমার কেউ নেই। সে আমার এক, সে আমার সব—তাই তার ভাল হবে মনে করে কোন কথা না ভেবে আমি এ কাজ করেছি, জাঁহাপনা।

খালিফ। ইরফান আলি—

ইরফান। ও মিথ্যা কথা বলছে, জাঁহাপনা—

জাফর। মিথ্যা কথা! এ কথা কাফুর জানে, জাঁহাপনা, কাফুর—ওর সঙ্গী।

খালিফ। তোমার লোকের নাম এ বিদেশী হয়ে জানলে কি করে, ইরফান সাহেব? এর মেয়েকে তুমি সাদী করতে চেয়েছ?

ইরফান। আমার অন্দরে তাকে বাঁদী করে পাঠাতে চেয়েছিল, জাঁহাপনা। বিদেশী বলে দয়া করে আমি সে প্রস্তাবে রাজী হয়েছিলুম।

জাফর। বাঁদী! বাঁদী! উঃ—না, না,—ব্যস্!

খালিফ। যাও, একে কারাগারে নিয়ে যাও। এর শাস্তির ব্যবস্থা পরে হবে। নিয়ে যাও!

(জাফরকে লইয়া প্রহরীগণের প্রস্থান)

ইরফান আলি—না, কিছু না। যাও, সকলে যাও। উজীর সাহেব, আপনি আসুন। আপনার সঙ্গে আমার কিছু পরামর্শ আছে।

পঞ্চম দৃশ্য

ইরফানের উদ্যান-বাটীর প্রবেশ-দ্বার।

মল্লু একধারে বসিয়াছিল।

অন্তরালে মণিয়ার প্রবেশ

মণিয়া। ও তাঞ্জাম আবার ঢুকল কার? একবার দেখতে হল। (অগ্রসর) ও না—এটা আবার বসে রয়েছে যে! ওকে ভুলিয়ে চুপি চুপি যেতে হবে। এরে মল্লু—

মল্লু। (মুখ তুলিয়া চাহিয়া এক মুখ হাসিয়া অগ্রসর হইল) এই যে—সেলাম বিবিসাহেব, সেলাম।

মণিয়া। তোকেই আমি খুঁজছিলুম! তুই করছিলি কি?

মল্লু। আমি! আমি! হেঃ—আমি এই তোমারই নাম জপ করছিলুম।

মণিয়া। আমার নাম?

মল্লু। হাঁ বিবি, তোমারই নাম! তাই ত, তুমি এলে—তা, তা, তা—একটু বসো না—

মণিয়া। বসতেই ত এলুম। মনটা কেমন খাঁ-খাঁ করছে, কিছু ভাল লাগছিল না, ভাবলুম, কোথায় গিয়ে একটু জুড়ুই! তাই তোর কাছে এলুম!

মল্লু। হেঁ, হেঁ বসো বিবি, বসো। মুখখানি ঘেমে ভিজে

রয়েছে, হুকুম কর ত, আমার, হেঁ, হেঁ, এই মাথার পাগড়ি দিয়ে ঐ ঘামটুকু মুছিয়ে দি।

মণিয়া। না থাক্—আমিই নিচ্ছি। দেখ্, বসতে যে তুই বললি, তা এখানে পথে কোথায় বসবু, মল্লু? তার চেয়ে চ' না, বাগান-বাড়ীর মধ্যে যাই—দুটো মনের কথাও হবে'খন। কি বলিস্? আয়—(অগ্রসর হইল)

মল্লু। (সম্মুখে গিয়া সেলাম করিয়া) আরে না, না, বিবি, এখনই আমার গর্দ্দানা যাবে। বাগান-বাড়ীতে যাওয়া হবে না—

মণিয়া। কেন রে?

মল্লু। (নিম্ন স্বরে) উজীর সাহেবের এক নয়া বিবি এসেছে, সাহেব এখনই আসবে—ফুর্ত্তি চলবে, আমোদ চলবে—

মণিয়া। আবার কোথা থেকে নয়া বিবি এল?

মল্লু। কে জানে বিবি! তা—তা বিবি, এঃ তোমার পায়ের জুতোয় ধূলো লেগেছে—ঝেড়ে, দি, বিবি।

মণিয়া। তা না হয় দে—

(মল্লু জুতা ঝাড়িতে-ঝাড়িতে পা চাপিয়া ধরিল) বিবিসাহেব—

মণিয়া। কি রে মল্লু?

মল্লু। হুকুম কর, বিবিসাহেব—ছুরি দিয়ে এই বুকটা ফেঁড়ে ফেলি। তুমি তার মধ্যে তোমার এই গোলাপের মত রাঙা আর কমলালেবুর মত নরম তুলতুলে পা দুটি পুরে দাও—আমি তোমার জুতো হয়ে তোমার পায়ে আটকে থাকি।

মণিয়া। ও মা, বলিস্ কিরে—জলজ্যান্ত মানুষটা পায়ের জুতো হবি কি রে?

মল্লু। হ্যাঁ বিবি সাহেব। ও পায়ের জুতো হওয়া সে ত আমার চোদ্দ পুরুষের বাবার ভাগ্যি—

মণিয়া। না, না, ও ভারী জুতো বয়ে বেড়ানো আমার কাজ নয়।

মল্লু। বয়ে বেড়াবে কেন, বিবি সাহেব? আমার পিঠে দুখানা চাকা বসিয়ে দিও—তোমার পা দুটো বুকে ধরে আমি গড়গড়িয়ে চলে বেড়াব।

মণিয়া। আ মরি—রস ধরে না যে!

মল্লু। হেঁ হেঁ—তোমার চোখে রোশনি জ্বলছে—আর আমার প্রাণের মধ্যে রস অমনি চড়বড়্ করে ফুটছে।

মণিয়া। বুঝেছি মল্লু, আমায় তুই ভালবেসে ফেলেছিস!

মল্লু। এঁ্যা—হেঁ হেঁ—হেঁ হে—

মণিয়া। বল্ না, তাতে আর লজ্জা কি?

মল্লু। আমার বড় লজ্জা, বিবি সাহেব।

মণিয়া। তা এতে আবার লজ্জা কি? তোর চোখ আছে, আমায় ভাল দেখেছিস্—কাজেই আমায় ভালবেসেছিস—কেমনত?

মল্লু। হেঁ-হেঁ—হেঁ-হেঁ, বিবি সাহেব—

মণিয়া। তা দেখ্—মিছে বলবো না, আমিও তোকে ভালবাসি। এই দেখ্না তার সাক্ষী, একটু ফুরসং পেয়েছি, অমনি তোর কাছে ছুটে এসেছি—

মল্লু। (লাফাইয়া উঠিয়া মণিয়ার হাত ধরিয়া) তবে আমাকেও তুমি ভালবাস! আরে, আরে—

মণিয়া। বারে, বারে—তা বুঝি তুই জানিস না? হা, আমার বরাত—

গীত

আমি ত গিয়েছি মজে!
আর কি আছি আমি—দেখ্না মনে বুঝে!
তোর ঐ প্রেম-নয়নে কি যে বাণ হানে—
বলব কি—? মনটি আমার মানা না মানে।
ভেসে সে যায় উদাসে, বাধে না লাজে!
কেন যে ঘুরি ফিরি—চাই ও মুখের পানে?
বোঝ না? টেনেছ যে তোমারি প্রেমের টানে!
আমি যে তোমার ওগো, (বলছি ঠিক) কথাটা নয় বাজে।

(মণিয়ার গীত-কালীন মল্লুর নৃত্যাভিনয়)

মণিয়া। (স্বগতঃ) এবার এ বোকাটাকে বন্দী করে একবার সরাতে হবে। (প্রকাশ্যে) মল্লু···

মল্লু। কেন বিবি সাহেব?

মণিয়া। আমার একটা কথা রাখবি?

মল্লু। তোমার কথা আবার রাখব না? আমি ত তোমারই গোলাম।

মণিয়া। আচ্ছা, তবে এক কাজ কর্ দেখি—বাগানে খুব ফুল ফুটেছে,—না?

মন্নু। দেদার! দেদার ফুল ফুটেছে।

মণিয়া। বাঃ—ভালই হয়েছে। তুই যা দেখি, রাশ রাশ টাট্‌কা ফুল তুলে আন্ দেখি—তোর জন্য এক ছড়া মালা গাঁথব, মনে করেছি। আঃ, আজ আবার চাঁদ উঠবে!

মন্নু। এই যে—এই যে—এখনই যাচ্ছি, বিবিসাহেব—তা—তা তুমি বসো—

মণিয়া। আরে, আমি ত বসবই! তোকে ছেড়ে যাবার জো কি?

মন্নু। আর বলো না, বিবি, আর বলো না, আমার মুণ্ডু ঘুরে যাচ্ছে—

মণিয়া। আচ্ছা, আচ্ছা, যা—তুই ফুল নিয়ে আয়!

মন্নু। এই চললুম, বিবি। (প্রস্থান)

মণিয়া। বোকাটা সরেছে—এইবার একবার নয়া বিবিটিকে দেখে আসিগে। (প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

কারা-গৃহ।

অন্ধকার কোণে সেখ সন্‌দদ দেওয়ালে ঠেশ দিয়া বসিয়াছিল। কক্ষের মধ্যস্থলে জাফর ও প্রহরী। জাফর শৃঙ্খলাবদ্ধ।

প্রহরী। (জাফরের পোষাক দেখিতে দেখিতে) ভারী মজার পোষাক বটে! ইয়া লম্বা আলখাল্লা, চারধারে ছেঁড়া কাণি

ঝুলছে! কোন্ দেশের মাথায় এ বুদ্ধি খেলেছে, বাবা! বলি, কোন্ দেশ থেকে আসছ গো সাহেব?

জাফর। মুর থেকে।

প্রহরী। মুর! ওহোহো—সেই, যে দেশের লোকগুলো দেখতে ভূতের মত কালো? তা ভাল, ভাল। কিছু পয়সা-কড়ি ছাড়ো না, একটু সরাপের চেষ্টা দেখি।

জাফর। কয়েদীর কাছে কখনও পয়সা থাকে।

প্রহরী। তুমি কি যেমন-তেমন কয়েদী, চাচা? খালিফের গায়ে ছোরা বসাতে যাও—

জাফর। যা, দিক্ করিস নে, সরে যা।

প্রহরী। সরব আর কোথায়, চাচা? সরবার পথ কি আর রেখেছ, খোদাবন্দ্? বন্দুক কাঁধে তুলে তোমাদের এখানে হাজির মোতায়েন থাকতে হবে, নৈলে যে তোমাদের অপমান হবে!

জাফর। আবার বকে! সরে যা, দুশমণ—

প্রহরী। ইস্, ভারী লম্বা লম্বা হুকুম চালাচ্ছিস যে! দাঁড়া, তোকে সিধে করছি। বেটা মুর—তোর মুখে আমি থুতু দি।

(কথাবৎ কার্য্য ও প্রস্থান)

জাফর। নাঃ, খোদা একজন আছেন, মাথার উপর আছেন। সোজা পথ ছেড়ে একটু বাঁকা পথে চলেছি, অমনি চারিধারে খোঁচা ফুটছে। জানি না, আরও কতদূর কি হবে।...কিন্তু সেই মোহর! শয়তান আব্বাসের সেই মোহর! সেই মোহরই আমার কাল হল! শয়তানের সেই মোহর হাতে করা অবধি

একটা না একটা কাণ্ড ঘটে চলেছে। সেই শয়তানই আমার যত দুর্দ্দশার মূল—তাকে যদি একবার পেতুম—সেই শয়তান আব্বাসকে—

সন্‌ফদ। আমায় ডাকে কে?

জাফর। ও কে কথা কয়? মানুষ, না, আমারই ভাবের প্রতিধ্বনি! না, ঐ যে কে—একটা মানুষ! কে?

(নিকটে আসিয়া) কে—আব্বাস! তুই? বল্, তুই দানা, না, সত্যই আব্বাস!

সন্‌ফদ। দানা নই, জাফর, আমি আব্বাস।

জাফর। আব্বাস! তুইও এখানে! হাঃ হাঃ, তবে শোন্, আব্বাস, আমিই তোকে এখানে পাঠিয়েছি। ইরফানকে তোর খপর বলে ছিলুম—তাই তোকে ধরে এখানে তারা চালান দিয়েছে। শেষে আমিও এখানে এসে মিলেছি—এই গারদে আবার দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছি। বাঃ—

সন্‌ফদ। তুই এখানে কেন, জাফর?

জাফর। আমার মর্জ্জি! খালিফের বুকে আমি ছুরি বসাতে গেছলুম—ছুরি ঠিকরে পড়ে গেল—হাতের টিক্ ফস্কালো, তাই এখানে আসতে হল।

সন্‌ফদ। খালিফকে মারতে গেছলি? তাহলে তোর দিন ত ঘনিয়ে এসেছে!

জাফর। শুধু আমার নয়, তোরও।

সন্‌ফদ। না জাফর, আমার কয়েদ, এ কতক্ষণের জন্যই

না ? আমি এখনই ছাড়া পাব। ছেলেকে দেখব—দেখবই তাকে। সে যেন সেদিনের কথা—যে দিন তার গলায় এই কবচ পরিয়ে দিছলুম ; (বক্ষ হইতে একটা কবচ বাহির করিল) আধখানি তার গলায়, বাকীটুকু আমার গলায়। পাহাড়ের পিছনে খালিফের কামান তখন ডেকে উঠেছে—বিদায়ের মুহূর্ত্তে তার গলায় এই কবচের অর্দ্ধেকটুকু পরিয়ে দিলুম—বাকী আমার কাছে রইল। যদি ছাড়াছাড়ি হয় ত এই দেখে আবার মিলতে পারিব, চিনতে পারব। এই কবচ থেকে তাকে চিনবো—

জাফর। পঁচিশ বৎসর পরে তাকে আবার পাবি ? দুরাশা বটে !

সন্ফদ। দুরাশা নয়, জাফর। খোদার দয়া হলে কি না হয় ! তিন বার আমি মক্কায় গেছি—কাঙাল-গরিবকে দু'হাত তুলে মোহর বিলিয়েছি, তাতেও কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নি !

জাফর। তাতেই হয়ে যাবে ? না, কখনও না—একটু বাকী থাকবে। সে বাকী আমি পূরণ করে দিতে চাই। তোর ছেলেকে তুই ফিরে পাবি ? না। আমারও ছেলেকে আমি যেমন পাব না, তোরও ছেলেকে তুইও তেমনি পাবি না। পেতে দেব না, আমি ! আমার ভাগ্যে শুধুই বিষ, আর তোর ভাগ্যে শুধুই মধু—না, তা আমি ঘটতে দেব না, আব্বাস।

প্রহরীর পুনঃ-প্রবেশ

প্রহরী। খোস্ খবর, সেখ সাহেব। আপনার খালাসের হুকুম হয়েছে।

জাফর। আর আমি ?

প্রহরী। আরে চাচা, তোমায় কি ছাড়তে পারি ? একটু যত্ন-আত্তি করি। তা হলে আসুন, সেখ সাহেব। সিঁড়ি বয়ে উপরে উঠতে পারবেন ত ?

সনকদ। কেমন করে পারব, ভাই ? এ হাড়ে সে শক্তি কি আর আছে ?

প্রহরী। তবে অপেক্ষা করুন, সাহেব। আমি ডুলি আর দুজন লোক নিয়ে আসি।

জাফর। (প্রহরীর সম্মুখে আসিয়া) আমার কসুর কবে মাপ হবে ? আমি কবে খালাস পাব ?

প্রহরী। তুই—তোর মাপ ! তোর খালাস ! সে আর এদিকে হল না, দেখছি—সেটা ওদিকে সেই গোরের মাটির মধ্যেই হবে !

জাফর। তামাসা ! শয়তান—(প্রহরীকে আক্রমণ ও প্রহরীর নির্দ্দয় আঘাতে ভূপতিত, মূর্চ্ছিত হইল)

প্রহরী। এঁ্যা—পড়ে গেলে, ইয়ার ! আহাহা, নরম গা, লাগল না ত ? (জাফর নিস্পন্দ) ওঃ, মূর্চ্ছো গেছেন ! পিয়ারি আমার মূর্চ্ছো গেছেন ! এইয়ো বান্দা-সব, আরে, পাঙ্খা নিয়ে আয়, পাঙ্খা—পিয়ারির আমার প্রেমালিঙ্গনে দাঁত-কপাটি লেগেছে।

ওরে, বাঁদীরা কোথায়? বাঁদীরা? গোলাপ জল নিয়ে আয় রে, গোলাপ জল নিয়ে আয়।

(প্রস্থান)

জাফর। (মূর্চ্ছাভঙ্গে কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আল্লা-নাম-কি রোটি! আঁ্যা—এ কোথায় আমি? জেগে,—না, স্বপ্ন দেখছি? না, এই যে জেগে। ঐ যে আব্বাস। আব্বাসই ত। এটা গারদ—আমি কয়েদী—আর আব্বাস, তুই এখনই মুক্তি পাবি!

সন্ফদ। ডুলি আনতে গেছে।

জাফর। আনতে গেছে! না—তা হবে না। আমার অনেক কাজ বাকী। এই সন্ফদ আমার মুঠো ছাড়িয়ে এখনই বেরিয়ে যাবে, আর আমি এখানে পড়ে থাকব? না, না,—আমার রুমেলা সেই শয়তানের ঘরে পড়ে আছে। জানি না, সে কেমন আছে। আমায় বেরুতেই হবে—বেরুতেই হবে। যেমন করে পারি, বেরুতেই হবে। খোদা, একবার শুধু বল দাও, হাতির বল,—এ লোহার শেকলগুলো সুতোর মত ছিঁড়ে যাক্!

সন্ফদ। পাগল না কি? হাঃ হাঃ হাঃ—

জাফর। একবার—একবার—খোদা—একবার—

সন্ফদ। হাঃ হাঃ হাঃ—

জাফর। হাস্‌ছিস শয়তান? তোর ঐ হাসি একেবারে যদি বন্ধ করতে পারি! খোদা, একবার বল দাও—(শৃঙ্খল ভাঙ্গিবার চেষ্টা) হবে না? পারবো না? পারতেই হবে। হয়

মরবো, নয় শেকল ছিঁড়্ব! ছিঁড়্বই! (বল-প্রয়োগে শৃঙ্খল ছিন্ন হইল) ঝন্-ঝন্-ঝন্! যা, ভেঙ্গেছে, ভেঙ্গেছে,—খোদা—

সন্ফদ। (সবিস্ময়ে) হ্যাঁ! লোহার শেকল ভেঙ্গে গেল!

জাফর। এখন!

সন্ফদ। এ্যাঁ, তোর মতলব কি?

জাফর। মতলব—মতলব—(অগ্রসর হইল)

সন্ফদ। কাছে আসিস নি—কাছে আসিস নি। আমারও কাছে ছোরা আছে।

জাফর। ছোরা!

সন্ফদ। হ্যাঁ, হাজার বার আমার হাতে এর উপযুক্ত ব্যবহার হয়েছে। এর ধারে অনেকের নসীবের ছাপ আছে।

জাফর। নসীব! দেখি, নসীব আমার কি করে! শয়তান—

(সন্ফদকে ভূমে ফেলিয়া গলা টিপিয়া ধরিল)

সন্ফদ। জাফর—জাফর, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে—

জাফর। এই যে দিচ্ছি। ভিখিরীর বুকে আগুন জেলে ছিলি, ত্রিশ বৎসর সেই আগুনে পুড়ে খাক্ হয়ে আছি। (গলা টিপিয়া) কেমন? মনে পড়ে, আমার স্ত্রী মুন্না—তাকে চুরি করে নিয়ে পালিয়েছিলি! (বুকে বসিয়া) কেমন, বুকে লাগ্ছে—এম্নি করে বুকের হাড় এক-একখানা করে ভেঙ্গে

গিয়েছিল, কিছু করতে পারি নি! এত দিন পরে—তার শোধ নিচ্ছি।

সনফদ। জাফর,—আমার কসুর হয়েছিল, আমায় মাপ কর্।

জাফর। নতুন কথা—নতুন কথা! মাপ করবো? মাপ? আজীবন হাত পেতে ভিক্ষে করেছি, কখনও ত মাপ করিনি, আজ মাপ করবো! এই যে; মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠছে। আমার কচি ছেলে, মনে আছে, তাকে আমার সাম্‌নে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটেছিলি, রক্তে নদী বয়ে গেছল, কিছু করতে পারিনি, শুধু দাঁড়িয়ে দেখেছি! আর আজ ত্রিশ বৎসর এই বুকের উপর সে রক্তের ঢেউ বয়ে চলেছে। একটু রক্ত উঠ্‌বে না? এই যে—এখনও চেয়ে আছিস্? এখনও—এখনও! যাঃ—এইবার শেষ!

(সনফদের আর্ত্তনাদ করিয়া মৃত্যু)

জাফর। আঃ—, আমার ত্রিশ বছরের সাধ আজ পূর্ণ হল! হাঃ হাঃ হাঃ! খুব শোধ নেওয়া হয়েছে—খুব শোধ! খোদা—যাক্ আমার কাজ শেষ—! আর কি—আর কি? না—না—একটা কাজ বাকী আছে—একটা কাজ! রুমেলা—আমার রুমেলা—তার কি হবে! শয়তানের শলায় আমি তার সর্ব্বনাশ করে এসেছি! কুত্তা ইরফানের ঘরে তাকে তুলে দিয়ে এসেছি। সে আস্‌তে চায়নি, আমি জোর করে টেনে হিঁচ্‌ড়ে তাকে সেখানে নিয়ে গেছি। দরবারে আমার মুখের সাম্‌নে সে বল্লে,

তাকে বাঁদী করবে! আজ রাত্রেই তার সর্ব্বনাশ হবে—কোন রকমে একবার যদি পালাতে পারতুম, দেখতুম, কেমন করে সে আমার মেয়েকে বাঁদী করে! পালাবার কি কোন উপায় নেই—কোন উপায়—

(সেখ সনফদের মৃতদেহ দেখিয়া)

আছে, উপায়! এখনই একে নিতে আসবে, ডুলি আনতে লোক গেছে। তারপর—হ্যাঁ হ্যাঁ—ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে। খোদা তুমি আছ! আব্বাস মরেছে, সে ডুলিতে আমি যাব। হাঃ হাঃ হাঃ, —এইবার ইরফানের পালা! এই যে পোষাক, এই পাগড়ি, এই যে টাকার থলি! বখশিস দিতে হবে। আমি এখন সেখ সনফদ—বখশিস দিতে হবে। বুকে এটা কি? ওঃ, সেই কবচের আধখানা! আর তোর বুকে কেন? আমার গলায় ঝুলুক! তোকে মেরেছি, যদি কখনও তোর ছেলেকে পাই,—এ চিহ্ন আমার কাছেই থাক্! (গলায় পরিল) কি ও—? কিছু না। আমার পোষাকটা একে পরিয়ে দি। সেপাই শালার চোখে ধূলো দিতে হবে। (বেশ-পরিবর্ত্তন) এই যে ছুরিখানা, এখানাও কাছে রাখি।

ডুলি লইয়া বাহকদ্বয় ও তৎসঙ্গে প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। সেখ সাহেব—

জাফর। (বিকৃত কণ্ঠে) এসেছ ভাই! এই নাও, তোমার বখশিস্—(থলি ফেলিয়া দিল)

প্রহরী। (থলি লইয়া) ইয়া আল্লা—এ যে দেদার আসরফি! খোদা-তালা হুজুরের ভাল করবেন। দরাজ প্রাণ—দরাজ প্রাণ! ডুলি এসেছে, হুজুর, উঠে বসুন। (জাফর ডুলিতে বসিল) এই, বেশ হুঁসিয়ারিতে নিয়ে যাস্ ভাই। বুড়ো মানুষ, আমীর মানুষ—দরদ কি চোট্ না লাগে যেন। (সন্‌ফদের মৃত দেহের কাছে যাইয়া) এ বেটা এখনও ঘুমুচ্ছে—! আরে থুড়ি, বেটা বলছি কি—আমার পিয়ারি! পিয়ারি আমার মানে বসেছেন—(সুরে) আরে সেঁইয়া, এ মেরি জান্! হাঃ হাঃ হাঃ।

জাফর। (ডুলিতে বসিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ। (বাহকদ্বয় ডুলি লইয়া প্রস্থান করিল)

প্রহরী। বেটা তবু ওঠে না! ওরে, বাদীদের ডেকে দে—পাঙ্খা দুলাবে, গুলাব ছিটাবে, পিয়ারী আমার মান করে মাটিতে মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছে! পিয়ারী, বলি, ও পিয়ারী! দূর তোর শালা পিয়ারীর নিকুচি করেছে—এততেও নড়ে না? মারো দুই লাথি পিয়ারী-শালার মুখে! (পদাঘাত) হাঃ হাঃ হাঃ—

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কক্ষ।

রুমেলাকে লইয়া মণিয়ার প্রবেশ।

মণিয়া। এইখানে দাঁড়াও তুমি। আমি বিবি সাহেবকে ডেকে আনি। (প্রস্থান)

রুমেলা। আমার বুক কাঁপছে। এ আমায় কোথায় নিয়ে এল। বাবা এই রাক্ষসের পুরীতে আমায় রেখে গেল! আমি যদি এতই ভার হয়েছিলুম ত আমায় একটু বিষ দিলে না কেন?

মণিয়া ও গুলনারের প্রবেশ

মণিয়া। এই সে বালিকা। (রুমেলা মুখ আবৃত করিল)

গুলনার। আমায় দেখে মুখ ঢেকো না, বালিকা। আমাকে বন্ধু বলে জেনো।

রুমেলা। আমায় বাঁচান, বিবিসাহেব, আমায় রক্ষা করুন।

(গুলনারের সম্মুখে নতজানু হইল)

গুলনার। ছি, ওঠো বহিন! (মুখের বস্ত্র সরাইয়া) এ যে বেহেস্তের হুরী! কেন তুমি এখানে এলে, বহিন?

রুমেলা। আমি নিজে আসিনি, বিবিসাহেব, আমায় ওরা ধরে এনেছে।

গুলনার। কারা ধরে এনেছে?

রুমেলা। ইরফান সাহেবের লোকেরা।

গুলনার। কেন এনেছে, জানো?

রুমেলা। ইরফান সাহেব আমায় বিয়ে করবে—

গুলনার। চুপ রও, বাঁদী, খবরদার! এখনই জিভ টেনে বার করব। খবরদার, ও কথা নয়—

রুমেলা। আমি ইরফান সাহেবকে বিয়ে করতে চাই না, বিবিসাহেব। আমি কত বলেছি, কত কেঁদেছি, তবু ওরা শোনেনি—আমায় ধরে এনেছে।

গুলনার। তবু এনেছে! তুমি ইরফান সাহেবকে চাও না?

রুমেলা। না, বিবি সাহেব!

গুলনার। অগাধ ঐশ্বর্য্য, অসীম আধিপত্য—

রুমেলা। আমি তার একটা কণারও প্রত্যাশী নই, বিবিসাহেব।

গুলনার। একটা কণারও প্রত্যাশী নও! আশ্চর্য্য! তাহলে নিশ্চয় এর মধ্যে কোন রহস্য আছে। খুলে বল, আমি তার উপায় করব।

রুমেলা। উপায় করবেন ? তবে বলি, বিবিসাহেব, সমস্ত খুলে বলি। আমায় একজন ভালবাসে, আমিও তাকে ভালবাসি। সে কাঙাল হোক, দুঃখী হোক, তবু সে আমার খোদা—

গুলনার। ধন্য তুমি বহিন! সার্থক তোমার জীবন, সার্থক তোমার এই রূপ! আমি প্রেম-স্বর্গচ্যুতা অভাগিনী নারী—যাক্, তোমার আর কে আছে ?

রুমেলা। আমার এক বাপ আছে শুধু, আর কেউ নেই, বুড়ো বাপ। আমার বাপও ঐশ্বর্য্যের মোহে অন্ধ হয়ে আমায় এখানে পাঠিয়েছে। আপনি ছাড়া আমায় রক্ষা করতে আর কেউ নেই।

গুলনার। বটে! মণিয়া—

জনৈক বাঁদীর প্রবেশ

বাঁদী। আলি সাহেব আসছেন, বিবিসাহেব। (প্রস্থান)

গুলনার। আঁা—আলি সাহেব! মণিয়া, শীগ্‌গির একে সরিয়ে নিয়ে যা—

ইরফানের প্রবেশ

(রুমেলা মুখ ঢাকিল)

এই যে প্রিয়তম—। প্রিয়তম—

ইরফান। ইস, ব্যাপার কি, গুলনার ?

গুলনার। আজ আমায় মনে পড়েছে, প্রিয়তম ? সকলের শেষে, সকলের পরে আমায় দেখতে এসেছ! আজ আমার বড় সুখ—তুমি যে এসেছ, এতেই আমি কৃতার্থ হয়ে গেছি।

এসেছ যদি ত শোন,—চল, একবার সেই কুঞ্জে চল—যেখানে কত সন্ধ্যা কত রাত্রি, প্রেমের বিহ্বল স্বপ্ন-রচনায় কেটে গেছে—আজও সে কুঞ্জ স্মৃতির মসজিদ হয়ে রয়েছে। এস, ফুলে ফুলে সে কুঞ্জ ছেয়ে আছে—চাঁদের আলোয় এখনই সে কুঞ্জ হেসে উঠবে। এস প্রিয়তম (ইরফানের হাত ধরিল) আজ সব কাজ দূরে ফেলে দাও—এস, সেই কুঞ্জে গিয়ে বসিগে। তোমার এই হাতটিতে আমার হাত রেখে প্রাণের শত গোপন কাহিনী তোমায় শোনাই গে।

ইরফান। (গুলনারের দিকে চাহিয়া রহিল)

গুলনার। কি দেখচ, প্রিয়তম? এ গালে এখনও গোলাপ ফুটিয়ে রেখেচি, তোমারই জন্য। এ যৌবন বেঁধে রেখেছি, তোমারই জন্য। ঐ, ঐ শোন, পাখী গেয়ে উঠেছে, স্নিগ্ধ সমীর এসে সমস্ত প্রাণে-মনে শিহরণ হানছে, দুনিয়া ব্যেপে শুধুই প্রেমের রাগিণী ছুটেছে! এস প্রেমময়, আমার এ যৌবন-ধন তোমার পায়ে ফেলে দিচ্ছি, নাও, তুলে নাও, দস্যুর মত লুণ্ঠন কর, ভোগীর মত উপভোগ কর! এ অজস্র বিপুলতা নিয়ে তোমারি পথ চেয়ে আমি চিরদিন বসে আছি।

ইরফান। হাঃ হাঃ হাঃ। তুমি পাগল হয়েছ, গুলনার! এ বয়সে এ সব কথা শুনলে মন আমার ভোলে না, শুধু হাসি পায়! (বস্ত্রাবৃতা রুমেলাকে দেখিয়া) এ কে? আমায় সেলাম করলে না—কিছু না—কে এ বেয়াদব!

গুলনার। ও আমার এক বাঁদী—নতুন এসেছে। আদব-

কায়দা এখনও কিছু জানে না—নেহাৎ বুনো, নেহাৎ কুৎসিত। ওর উপর রাগ করবেন না! মণিয়া, ওকে নিয়ে যা—

ইরফান। চুপ্—দাঁড়া বাঁদী। পর্দার মধ্যে চেহারাখানা কি রকম লুকিয়ে রেখেছিস, একবার দেখিয়ে যা।

গুলনার। (বাধা দিয়া) ও বড় কুৎসিত, প্রিয়তম। বাঁদী, বেয়াদব, এখনও দাঁড়িয়ে আছিস্? চলে যা। মণিয়া—

ইরফান। আহাহা, ধমকো না। নেহাৎ ছেলেমানুষ বলে মনে হচ্ছে—(রুমেলার হাত ধরিল)

রুমেলা। আমায় স্পর্শ করবেন না, হুজুর। সত্যই আমি বড় কুৎসিত।

ইরফান। হাতখানি বেশ নরম ত! গলাটিও খাসা—যেন খাঁচার ভিতর থেকে বুলবুল গেয়ে উঠল। যার গলা এমন মিষ্টি, তার মুখখানি কেমন, একবার দেখি—(রুমেলার মুখের আবরণ খুলিয়া ফেলিল) আরে তোফা! কেয়া তাজ্জব! গুলনার, এই তোমার নতুন বাঁদী! কুৎসিত বাঁদী!

গুলনার। (স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল)

রুমেলা। (সসঙ্কোচে) আমি হুজুরের দোস্ত জাফরের মেয়ে। হুজুর আমার বাপ!

ইরফান। আরে, তোবা, তোবা—তোর লেড়কার বাপ আমি। (রুমেলার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিল) এখন আয়, আয়—আজকের রাতটা ফুর্তি জমবে ভাল। ইয়ার-বন্ধু সব হাঁ করে বসে আছে। জাফর বেটা ত খাসা বেটী পয়দা করেছে। আরে বাঃ!

গুলনার। (ইরফান ও রুমেলার মধ্যে দাঁড়াইয়া) না, এ আমি হতে দেব না। কুল-বালিকার অমর্য্যাদা—না—

ইরফান। (তীক্ষ্নস্বরে) গুলনার—

গুলনার। না, অনেক নেমেছ প্রিয়তম, আর নামতে দেব না। আমি তোমার স্ত্রী, এ ধ্বংশের পথে আমি তোমায় যেতে দেব না।

ইরফান। এত স্পর্দ্ধা! তুই বাঁদী—

গুলনার। আমি বাঁদী—তার বেশী আকাঙ্ক্ষাও আমার নেই।

ইরফান। সরে যা, বাঁদী—হাত ছাড়্!

গুলনার। ছাড়ব না। এখনও বলছি, নিবৃত্ত হও। এ আগুন নিয়ে খেলা করছ, মনে রেখো—

ইরফান। এখনও ছাড়লি না? শয়তানী—কমবখ্‌তি—কস্‌বি—

গুলনার। খবরদার—(অগ্নিদৃষ্টিতে ইরফানের পানে চাহিল) হুঁসিয়ার হয়ে কথা বলো, আমার নারীত্বে আঘাত দিয়ো না। (ফুঁসিতে লাগিল)

ইরফান। সরে যা—এখনও বল্‌ছি। সরবি না? তবে দেখ্‌। (পদাঘাত; গুলনার ভূলুণ্ঠিতা হইল। ইরফানের রুমেলাকে লইয়া প্রস্থান)

মণিয়া। বিবিসাহেব—(গুলনারের হাত ধরিয়া তুলিল)

গুলনার। মণিয়া—(ফুঁসিতে লাগিল) না মণিয়া,—জ্বাল্, জ্বাল্, আগুন জ্বাল্—সব আমি পুড়িয়ে ছাই করে দেব। কিছু রাখব না—কিছু না। (প্রস্থান; মণিয়া অনুসরণ করিল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

ইরফানের সজ্জিত প্রমোদ-শালা।

ইরফান, ইয়ারগণ, নর্ত্তকীগণ; ও একপার্শ্বে ভূলুণ্ঠিতা রুমেলা।

নর্ত্তকীগণ। গীত

রূপসুধারি তরে, রূপসুধারি তরে!
আকুল চিত্ত পিপাসিত রে।
মেঘের বসন যাক্, যাক্ সে খসি,—
প্রকাশো অমল চারু মুখশশী,—
রাখো লো, বাঁচাও বঁধূ চিত-চকোরে!
যৌবন-বনে পাখী ওঠে কুহরি',
সমীরে চপল প্রাণ কাঁপে শিহরি',
এ নিশি থাকা কি সাজে মান-ভরে।
নয়ন-কোণে কর হাসির বৃষ্টি,
বিভল-স্বপন কর সৃষ্টি,—
থেকো না দূরে, থেকো না সরে!
পিয়াও রূপের সুরা, সুরা ও রূপের;
হাতে রাখো হাতখানি; চির-স্বপনের
মাধুরী ফুটাও প্রাণে, লালস রে!*

ইরফান। যাও, যাও, তোমরা যাও—এখানে গোল করো না। (মদ্যপান)

১ ইয়ার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাও—ঢের হয়েছে। খুব গেয়েছ—

(মদ্যপান)

২ ইয়ার। ও বাজখাঁই গলা আর চিত্তির-করা রূপ নিয়ে সরে পড় বাবা, সরে পড়। (মদ্যপান)

(নর্ত্তকীগণের প্রস্থান)

৩ ইয়ার। (রুমেলার কাছে গিয়া) ওঠো না, সোনার চাঁদ—স্ফূর্ত্তি জুড়িয়ে যাচ্ছে যে—(মদ্যপান)

৪ ইয়ার। এখনও উঠছে না! এ কি রসিকতা, বাবা! এস, ইরফান সাহেবকে একবার জড়িয়ে ধর—আমোদ চলুক!

(মদ্যপান)

ইরফান। পিয়ারী—(মদ্যপানান্তে উঠিয়া রুমেলাকে ধরিয়া তুলিল; ও তাহাকে আলিঙ্গনোদ্যত; এমন সময় গুলনার ও মণিয়ার বেগে প্রবেশ) তুই কোত্থেকে?

ইয়ারগণ। চাঁদের হাট, বাবা, চাঁদের হাট! আয়, চাঁদ আয়, চাঁদ আয়! (গুলনারকে ধরিতে গেল)

মণিয়া। (সবলে তাহাদিগকে ধাক্কা দিল) শয়তান,—

ইয়ারগণ। গেছিরে, বাবা। আগুন, আগুন! পালা—পালা—

(সভয়ে পলায়ন)

ইরফান। গুলনার, বড় বাড় বাড়িয়েছ! এখানেও এসেছ—?

গুলনার। হাঁ, এসেছি! আমি তোমাকে রক্ষা করতে এসেছি।

ইরফান। রক্ষা! হুঁসিয়ার বাঁদী—

গুলনার। এর হাত ছেড়ে দাও—(রুমেলাকে ছিনাইয়া লইল) চলে এস, বালিকা—

ইরফান। তরে রে কমবখ্‌তি (কটিবদ্ধ ছুরিকা তুলিল)

গুলনার। কি! আমায় মারবে? মার, তাই মার—তবু এ ধ্বংশ আমায় চোখে দেখতে হবে না!

ইরফান। মরতে এত সাধ! তবে মর—(ছুরিকা বসাইতে যাইবে, এমন সময় ক্ষিপ্র চরণে জাফর ছুটিয়া আসিয়া হাত ধরিয়া ফেলিল)

তুই আবার কে?

জাফর। দুশমণ!

ইরফান। কে! জাফর—? তুই কোত্থেকে—?

জাফর। (ইরফানকে ধরিয়া রাখিল) রুমেলা—আমি এসেছি। পালা, পালা, এখান থেকে এখনি পালা—(গুলনারের প্রতি) মা, তুমি মঙ্গলময়ী। আমি তা দেখেই বুঝেছি। যদি দয়া করে আমার মেয়েকে তুমি—

গুলনার। মণিয়া—

মণিয়া। কোথায় একে নিয়ে গিয়ে রাখব?

জাফর। দয়া করে একে যদি কারও সঙ্গে মসজিদে পাঠিয়ে দেন। সেখানকার ইমামের হাতে পৌছে দেবেন,—বলবেন, এ জাফরের মেয়ে, রুমেলা—ইমামকে দিয়ে গেলুম। যদি এখান থেকে ফিরতে পারি, তবেই আমার মেয়েকে ফিরিয়ে নেব—না হলে রুমেলা আজ থেকে ইমামের মেয়ে—ইমামের—

গুলনার। মণিয়া, কোন বান্দার সঙ্গে একে মসজিদে পাঠা।

মণিয়া। এস, বালিকা।

(রুমেলার হাত ধরিয়া মণিয়ার প্রস্থান)

ইরফান। জাফর, তোর মরবার পালখ উঠেছে। নিমক-হারাম বান্দা—

জাফর। আর নিমকের কথা তুলো না—তার চূড়োন্ত শোধ বোধ হয়ে গেছে—

ইরফান। গুলনার, তুমিও এর মধ্যে আছ? বেশ—! কসবি—

গুলনার। আবার ঐ কথা! সাবধান, তুমি স্বামী হলেও এ অপমান আমি সহ্য করব না।

ইরফান। বাঁদী আবার চোখ রাঙায়! এত স্পর্দ্ধা—

(গুলনারকে পদাঘাত—গুলনারের পতন)

জাফর। শয়তান—(ইরফানকে আক্রমণ)

ইরফান। বান্দা—(প্রতিরোধ; জাফরকে ভূপাতিত করিয়া তাহার বক্ষে চাপিয়া বসিল; জাফরের গলদেশে কবচ প্রকাশিত হইয়া পড়িল)

এ কি! এ কবচ তুই কোথায় পেলি?

জাফর। কোথায় আবার পাব? এর আধখানি,—আমার এক ছেলে ছিল—তার গলায় আছে, আর আধখানি এই আমার—

ইরফান। তোর ছেলে? তার নাম কি? বল্ বান্দা—

জাফর। তার নাম ছিল, মোবারক। এখন সে কোথায় আছে, আছে কি না, তাই'বা কে জানে!

ইরফান। তোর নাম তাহলে জাফর নয়? কি তোর নাম—বল্?

জাফর। আমার নাম আব্বাস—

ইরফান। আব্বাস! (জাফরকে ত্যাগ করিয়া উঠিয়া) পিতা, আমায় ক্ষমা করুন। আমিই মোবারক। সে কবচের আধখানা আমারই কাছে আছে।

জাফর। কৈ সে কবচ? দেখি।

ইরফান। এই সে কবচ। (কবচ দেখাইল)

জাফর। মোবারক! আবার তোকে ফিরে পেলুম। আহা, মুন্না—আমার মুন্না! ঝর্ণাতলায় পড়ে প্রাণ দিলে! আয় মোবারক, আমার বুকে আয়—প্রাণ আমার ঠাণ্ডা হোক—

ইরফান। পিতা—

জাফর। মোবারক! (ইরফানকে বুকে চাপিয়া ধরিল ও সেই অবসরে ধীরে ধীরে তাহার বক্ষে আমূল ছুরিকা বিদ্ধ করিল)

ইরফান। শয়তান—(আর্তনাদ করিয়া ঠিকরিয়া পড়িয়া গেল) ওঃ—

জাফর। হাঃ হাঃ হাঃ—আব্বাস, এবার আমি শোধ নিয়েছি! হাঃ হাঃ হাঃ—

ইরফান। শয়তান—

জাফর। কে শয়তান! আমি! না, শয়তান তুই,

শয়তান তোর বাপ সেই সনফদ, যাকে তুই কয়েদ দিছলি। যাকে আমি গারদেই সাফ করে দিয়ে এসেছি। তোর পালা বাকী ছিল—তারও শোধ হল। হাঃ হাঃ হাঃ। তুইই তার ছেলে, তা জানতুম না। তোর বাপ আমার সর্ব্বনাশ করেছিল—আমার মুন্নাকে নিয়ে গেছল—আর তার ছেলে তুই আমার রুমেলার সর্ব্বনাশ করছিলি! বাঃ—চমৎকার! এখন সব শোধ-বোধ হয়ে গেছে!

ইরফান। গুল, যাই—আমায় ক্ষমা করো। জাফর—(মৃত্যু)

গুলনার। এঁ্যা—প্রিয়তম, চললে, চললে! এ কি হল! এ আমি কি করলুম! আমিই তোমার মৃত্যু ঘটালুম। আমায় নাও, সঙ্গে নাও, জীবনে কখনও সঙ্গ দান করনি, আজ সঙ্গে নাও! আমার প্রাণ কেমন করছে! মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে! ওঃ—ওঃ—ওঃ—(হাঁফাইতে হাঁফাইতে ইরফানের দেহের উপর পড়িল; মৃত্যু)

জাফর। সব শেষ! খোদা, তুমি আছ। আমি পালাই, এবার পালাই। রুমেলাকে নিয়ে পালাই, আর বোগদাদে নয়।

(গমনোদ্যত)

খালিফ, নাসিরুল্লা ও রক্ষীবর্গের প্রবেশ

খালিফ। কোথায়? এ কারা পড়ে আছে? ইরফান যে! এ কি, খুন হয়েছে! কে এ কাজ করলে? ঐ যে—ঐ যে কে

পালায়! বন্দী কর। (রক্ষীগণ জাফরকে বন্দী করিল) কে তুই ?

জাফর। (অভিবাদনান্তে) আমি জাঁহাপনার গোলাম।

খালিফ। এ কি—মুর যাদুকর! তুই এখানে কি করে এলি ?

জাফর। আমার মেয়েকে ইরফান ধরে এনেছিল, জাঁহাপনা, তাই আমার মেয়েকে আমি রক্ষা করতে এসেছি।

খালিফ। গারদ থেকে পালিয়ে এসেছিস, তুই ?

জাফর। মেয়ের মায়ায় এ কাজ করেছি, জাঁহাপনা।

খালিফ। কে তোর মেয়ে ?

জাফর। রুমেলা।

খালিফ। রুমেলা! সে তোর মেয়ে!

জাফর। হাঁ জাঁহাপনা, সে আমারই মেয়ে। এই শয়তান ইরফান আমার সেই মেয়েকে বিয়ে করবে বলে লোভ দেখিয়েছিল —তারই কথায় ভুলে মেয়েকে আমি এখানে পাঠিয়েছিলুম। তখন এ শয়তানের আসল মতলব ঠাওরাতে পারিনি। এরই শলায় জাঁহাপনার বুকে বান্দা ছুরি উঁচিয়েছিল, না হলে এমন স্পর্দ্ধা বান্দার কখনও হত না।

নাসিরুল্লা। হতে পারে, জাঁহাপনা। অন্ধ মায়ায় এ জ্ঞান হারিয়েছিল—

খালিফ। রুমেলা কোথায়? আমি তারই খোঁজে এসেছি। রুমেলার বাড়ী গেছলুম—তার বাঁদী ফতেমার মুখে শুনলুম, ইরফানের লোকেরা তাকে এখানে নিয়ে এসেছে।

জাফর। তাকে মসজিদে ইমামের কাছে পাঠিয়ে দিছি, জাঁহাপনা—

খালিফ। উজীর সাহেব, যে রুমেলা বোগদাদের বেগম হবে, এ তারই বাপ। এর সম্বন্ধে কি শাস্তির আজ্ঞা করেন?

জাফর। রুমেলা বেগম! আমার রুমেলা বেগম হবে! খোদা—

নাসিরুল্লা। লোকটা পাগল, জাঁহাপনা।

খালিফ। তবু অপরাধও এর গুরুতর। বেশ, প্রাণদণ্ড দেব না। তবে বোগদাদ থেকে চির-নির্ব্বাসন—এর উচিত শাস্তি। যে মেয়ের মায়ায় ও পাপকে ডরায় নি, সেই মেয়ের পাশ থেকে নির্ব্বাসন হোক্! অপরাধীর দণ্ড-বিধান না করলে রাজ কর্ত্তব্যে অবহেলা করা হয়।

জাফর। জাঁহাপনা, বোগদাদে আমায় থাকতে দিন—

খালিফ। না—

জাফর। এবার মাপ হোক্!

খালিফ। না।

জাফর। না! রুমেলা, রুমেলা—তোকে আর দেখতে পাব না—? না। ঠিক হয়েছে। উচিত শাস্তি! উঃ, তোকে ছেড়ে বাঁচতে হবে! না, আমি বাঁচবো না, তোকে ছেড়ে একদণ্ডও বাঁচবো না। বাঁচবার দরকারও নেই!

খালিফ। আসুন, উজীর সাহেব, মসজিদে যাই। যতক্ষণ অবধি না রুমেলাকে চোখে দেখছি, ততক্ষণ আমার প্রাণ সুস্থির হচ্ছে না।

জাফর। (খালিফের পায়ে পড়িল) জাঁহাপনা, একটু দয়া করুন। রুমেলাকে একটি বার শুধু দেখতে দিন। কালই আমি বোগদাদ ছেড়ে চলে যাব। তবে যাবার আগে রুমেলাকে একটিবার শুধু দেখতে দিন! গরীব বান্দার এ মিনতিটি দয়া করে রাখুন।

খালিফ। আচ্ছা, সে বিবেচনা করে বলব। উজীর সাহেব, এঁদের সৎকারের ব্যবস্থা করিয়ে দিন।

জাফর। জাঁহাপনার জয় হোক্!

(খালিফ, নাসিরুল্লা ও রক্ষী-পরিবৃত জাফরের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

পথ।

রঙ্গিণীগণ। কাহারও হাতে আলো, কাহারও হাতে গোলাপ-পাশ, কাহারও হাতে নিশান প্রভৃতি।

রঙ্গিণীগণ। গীত

জ্বালো আজি কনক-দীপ, কনক-দীপ জ্বালো।
এ ঘন আঁধারে চিরি ধীরি ওগো, ফুটাও উজল আলো।
হেনা-চামেলির মধুর বাসে, রঙ্গীত-রবে হর্ষ-উছাসে,
গগনে ভর লো। বাতোয়ারা বায়ে গন্ধ-সলিল ঢালো।
চরণ-নূপুরে ঝঙ্কার দাও, উড়াও পতাকা, পতাকা দুলাও,
উলসে-আবেশে নিখিলে ভুবনে ফেলো আজি ছেয়ে ফেলো।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

মসজিদের সম্মুখ।

আলোকে চারিধার ভূষিত। আকাশে চাঁদ সুপ্রকাশ।

রুমেলা ও খালিফ। দূরে নাসিরুল্লা ও রঙ্গিণীগণ।

অন্তরালে জাফর ও ইমাম।

রুমেলা। জাঁহাপনা, আমি বাঁদী। বাঁদীর ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন। (পদ-প্রান্তে পড়িল)

খালিফ। (দুই হাতে রুমেলাকে তুলিয়া) তুমি বাঁদী! রুমেলা, এই রূপ, এই মন নিয়ে তুমি খালিফকে বশ করেছ। খালিফ তোমার গোলাম—

রুমেলা। ও কথা বলবেন না, জাঁহাপনা—

খালিফ। আবার 'আপনি' বলে কথা কচ্ছ! রুমেলা, আমি খালিফ বলে কেন তুমি আমার প্রতি বিমুখ হচ্ছ! তুমি জানো, তোমার পাশে খালিফীও আমি তুচ্ছ মনে করি। তোমার প্রেমের বিন্দু পাবার জন্য বাদশাহী তখ্‌ত আমি স্বচ্ছন্দে ত্যাগ করতে পারি!

রুমেলা। জাঁহাপনা—

খালিফ। আবার জাঁহাপনা! না রুমেলা, আমায় গানেম বলে ডাকো। আমি খালিফ নই, আমি তোমার গানেম—

রুমেলা। আপনি খালিফ।

খালিফ। আর আপনি খালিফের বেগম। তবে আমিও ডাকি, বেগম-সাহেবা খালিফের প্রেমে আপনি সন্দেহ করবেন না—

রুমেলা। আমি গরিব বাঁদী, জাঁহাপনা—আপনার পরিহাসের পাত্রী নই।

খালিফ। আবার বাঁদী! বেশ, বাঁদীই তুমি, রুমেলা। শোন তবে আমার আদেশ। খালিফের বুক খালি পড়ে আছে—সেই খালি বুক পূর্ণ করে বাঁদী রুমেলা হামেহাল সেখানে হাজির থাকো। ঐ দেখ, রুমেলা, তোমায় অভ্যর্থনা করবার জন্য এই রাত্রেই কত লোক এসে দাঁড়িয়েছে। উজীর সাহেব, আপনি গুরু, আশীর্ব্বাদ করুন। (নাসিরুল্লা উভয়ের শিরে কর স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিল)

(জাফর ও ইমাম ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

জাফর। (একদৃষ্টে তাহাদের পানে চাহিয়া রহিল; তাহারা অদৃশ্য হইলে সম্মুখে আসিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল; পরে চীৎকার করিয়া ডাকিল) রুমেলা—ইমাম সাহেব, আমার রুমেলা?

ইমাম। কাঁদছ কেন, জাফর? মেয়ে তোমার বেগম হলেন। যে-সে-বাদশার বেগম নন, খালিফ ওমারের বেগম! এত সম্ভ্রম, এমন সুখ, এ যে স্বপ্নেও দুর্লভ!

জাফর। কিন্তু আমার যে আর কেউ নেই—কিছু নেই, ইমাম সাহেব।

ইমাম। চুপ কর। কেঁদো না, জাফর। খোদার কাছে কন্যা-জামাতার কুশল প্রার্থনা কর।

জাফর। রাতটি পোহালেই আমার বোগদাদ ছেড়ে যেতে হবে। এই বোগদাদ, আমার সাধের বোগদাদ,—ইমাম সাহেব, বেহেস্তের বেহেস্ত, আমার এই বোগদাদ। এই বোগদাদে আমার মুন্না ছিল, এই বোগদাদের মাটিতে আমার খাদিজা মিশিয়ে আছে! আর এই বোগদাদে আমার সর্ব্বস্ব, আমার রুমেলা রইল! সোনার বোগদাদ, আমার বোগদাদ (অশ্রুত্যাগ)

ইমাম। এস জাফর, আমার সঙ্গে এস। সকালে খালিফ বাহাদুরের দরবারে সেলাম দিও—নিশ্চয় তিনি ক্ষমা করবেন, নির্ব্বাসন-দণ্ডও রহিত করবেন।

জাফর। (ব্যাকুলভাবে চারিধারে ঘুরিয়া) ঐ সে পাথর—আমার তখ্‌ত্‌! ইমাম সাহেব –

ইমাম। এস জাফর, রাত্রি ক্রমেই গভীর হয়ে আসছে, ভিতরে এস—বিশ্রাম করবে। তুমি বড় দাগা পেয়েছ, খোদার কাছে শান্তি মাগো। এস, মসজিদে এস।

জাফর। মসজিদে! না, না, ওখানে নয়। ঐখানে। ঐ পাথরে আমার ঠাঁই। (চত্বরের নিকট আসিয়া) এই পাথর! আমার বোগদাদের পাথর। (পাথরে মাথা রাখিল ; পরে সহসা উঠিয়া) ইমাম সাহেব,—আমার রুমেলা! না, না, তাকে এনে দাও। আমি তাকে ছেড়ে থাকতে পারব না—কখনও থাকি নি। কাজ নেই, তার বেগম হয়ে,

আমার বুকে সে ফিরে আসুক। রুমেলা—আয়, ফিরে আয়। (ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া) ইমাম সাহেব—(ইমামের হাত ধরিল) রুমেলা চলে গেল! হাসি-মুখে চলে গেল! আমার দিকে একবার চাইলেও না—আমায় খুঁজলেও না! আমি বাপ, এতদিন তাকে এই বুকের মধ্যে পুরে রেখেছিলুম—কোন জ্বালা পেতে দিইনি! তবে, ইমাম সাহেব? সে ভুলে গেল-আমায় ভুলে গেল। স্বামীকে পেয়ে বুড়ো বাপকে, সে ভুলে গেল! বুড়ো বাপ, তারই জন্য গ্রীষ্মের তপ্ত রোদকে সে গ্রাহ্য করেনি, বর্ষার অজস্র বৃষ্টি মাথা পেতে নিয়েছে, শীতের দাপট পাঁজরায় পুরে সহ্য করেছে। রুমেলা— (বক্ষে করাঘাত)

ইমাম। (বাধা দিল) জাফর, এস।

জাফর। না, ছেড়ে দাও! ঐ পাথর—আমার ঘুম আসছে। ঘুমুবো, আমি ঘুমুবো। (পাথরে মাথা রাখিয়া বসিল) ঘুম আয়, আয়, ঘুম আয়। (পাথরে মাথা ক্রমে হেলিয়া পড়িল) রুমেলা—(স্বর ক্রমে জড়িত হইয়া আসিল) রু—মে—লা—মা—

(নিস্তব্ধ হইল; মৃত্যু)

ইমাম। জাফর, জাফর—(জাফরের দেহ স্পর্শ করিয়া—নাড়িয়া—নিশ্বাস অনুভব করিল) না, কিছু নেই। সব শেষ হয়ে গেছে।

যবনিকা

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

শেফালি ... ... ৸৹

দ্বিতীয় সংস্করণ। বাঙ্গালী গৃহ-জীবনের দুঃখ-সুখের নিখুঁত ছবি। হাস্য, করুণ ও শান্ত রসের বিচিত্রোজ্জ্বল সুন্দর দশটি গল্প।

নির্ঝর ... ... ॥৹

বাঙলা দেশের ঘরের কথা। বারোটি ছোট গল্প। অশ্রুর প্রস্রবণ, হাসির নির্ঝর। কল্পনার বিচিত্র লীলায় লীলায়িত।

পুষ্পক ... ... ১৲

বাঙলা দেশের মনের কথা, প্রাণের কথা। বাঙ্গালীর ঘরের সুখের কথা, দুঃখের কথা, হাসির কথা, ব্যথার কথা। পনেরোটি ছোট গল্প। পাকা হাতের লেখা। প্রায় দুই শত পৃষ্ঠা।

পরদেশী ... ... ॥৹

চীন, জাপান, রুষ, তুরস্ক, ফ্রান্স, নরওয়ে প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির নর-নারী-চিত্তের হর্ষ-বেদনার বিচিত্র কাহিনী। এগারোটি ছোট গল্প। সচিত্র।

বন্দী ... ... ||০

ভিক্তর হুগো-রচিত একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাসের সুললিত মর্ম্মানুবাদ। মানব-চিত্তের বেদনার করুণ কাহিনী। বঙ্গ-সাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব সামগ্রী।

সাঁঝের বাতি ... . ||০

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য গদ্যে-পদ্যে লেখা গল্পের বই। অসংখ্য হাফটোন ও নানাবর্ণে রঞ্জিত, স্বর্ণমণ্ডিত চিত্র-সম্বলিত। শিশু-সাহিত্যে অপূর্ব্ব সামগ্রী। তক্‌তকে কাগজে ঝক্‌ঝকে ছাপা।

যৎকিঞ্চিৎ ... . ||০

ব্যঙ্গ-নাট্য। ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত। নভেল-বিকারের মহৌষধ। সুরুচিপূর্ণ রসিকতার স্নিগ্ধ ধারা। অজস্র গানে ভরা।

দশচক্র ... ... |৶০

কৌতুক-নাট্য। ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত। রঙ্গের খনি, রসের সাগর। কবিবর রবীন্দ্রনাথের একটি ক্ষুদ্র গল্পের ভিত্তি অবলম্বনে রচিত।

গ্রহের ফের ... ... |০

কৌতুক-নাট্য। কোহিনুর থিয়েটারে অভিনীত। আনন্দ ও কৌতুকের তুফান। একাধারে সামাজিক নাটক ও প্রহসন।

দরিয়া ... ... ॥০

নাটিকা। মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত। প্রেম, আনন্দ, কৌতুক ও সঙ্গীতের স্বপ্নপুরী। ভাবের নন্দন-কানন।

মাতৃঋণ ... ... (যন্ত্রস্থ)

প্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক আলফন্স্ দোদে রচিত "জ্যাক" উপন্যাসের মর্ম্মস্পর্শী অনুবাদ। করুণ, শান্ত ও কৌতুক রসের বিচিত্র ধারায় স্নিগ্ধ, মনোরম। বিবিধ চরিত্রের রশ্মিরেখায় উজ্জ্বল।

সুপ্রতিষ্ঠ লেখিকা

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত

উপন্যাস

বাগ্‌দত্তা	...	...	১॥০
পোষ্যপুত্র (২য় সংস্করণ)		...	১।০
মন্ত্রশক্তি	...	...	(যন্ত্রস্থ)

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত

ছোট গল্পের বই

নির্ম্মাল্য	...	...	॥৵০
কেতকী	...	...	॥৵০

উক্ত গ্রন্থগুলি
কলিকাতা, গুরুদাস বাবুর দোকান ;
ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস ; এবং
চুঁচুড়া, এডুকেশন গেজেট অফিসে পাওয়া যায়।